বিশেষ সংখ্যা

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে বহুল প্রতীক্ষিত আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

স্বপ্ন ও প্রত্যাশার বিভিন্নতা সত্ত্বেও একসাথে পথচলার আশায় শুরু হলো চট্টগ্রামের নতুন আর্চবিশপের যাত্রা

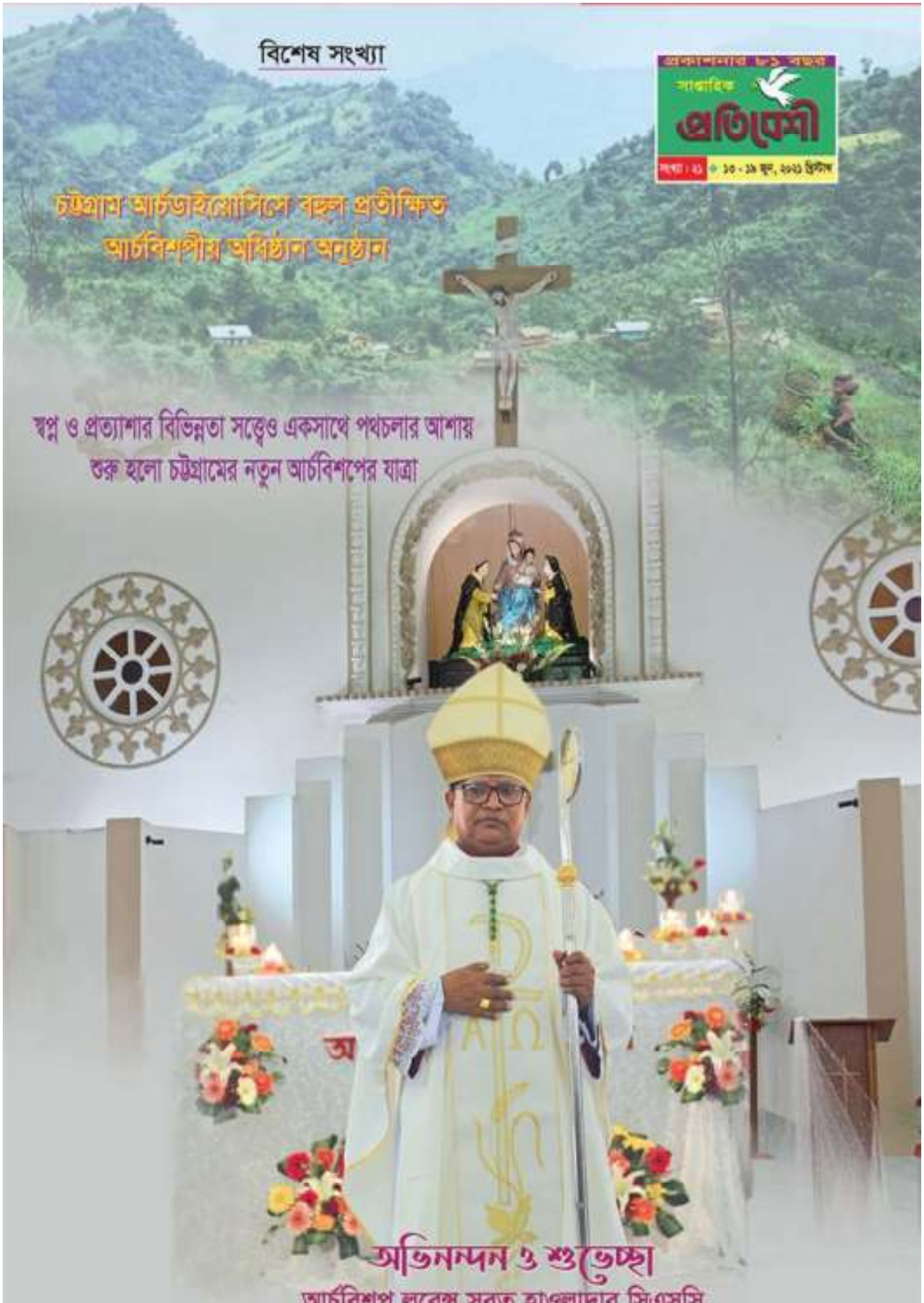

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি

ফটো এ্যালবাম

শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

২১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আগমনের পর আর্চবিশপকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ব্রাদার রেমিও পল রোজারিও সিএসসি

আর্চবিশপকে বরণের জন্য প্রস্তুত চট্টগ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ

আর্চবিশপের পা-ধুয়ে দিচ্ছেন দু'জন খ্রিস্টভক্ত

আর্চবিশপের কপালে চন্দন তিলক এঁকে দিচ্ছেন একজন খ্রিস্টভক্ত

আর্চবিশপকে রাখি পড়িয়ে দিচ্ছেন একজন খ্রিস্টভক্ত

আর্চবিশপকে রিশা প্রদান করছেন একজন খ্রিস্টভক্ত

আর্চবিশপকে পুষ্পমাল্য পড়িয়ে দিচ্ছেন একজন খ্রিস্টভক্ত

আর্চবিশপকে খুতুবা পড়িয়ে দিচ্ছেন একজন যাজক

বরণ

আর্চবিশপকে রুমাল প্রদান করছে একজন খ্রিস্টভক্ত

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম, কস্তা সিএসসি'র কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম, কস্তা সিএসসি'র কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন

আরাধনা অনুষ্ঠান

আরাধনা অনুষ্ঠান

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২১
১৩ - ১৯ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৩০ জ্যৈষ্ঠ - ০৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ইতিহাসসমৃদ্ধ চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে ঐতিহাসিক আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

২২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে যথাযথ মর্যাদায় সুন্দরভাবেই আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান সম্পন্ন হলো চট্টগ্রামের পাথারঘাটাস্থ পবিত্র জপমালা রাণী ক্যাথিড্রালে। তবে করোনাভাইরাসের বাস্তবতায় খুবই সীমিত মানুষের উপস্থিতিতে তা সম্পন্ন হলো। আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি দ্বিতীয় বাঙালি আর্চবিশপ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চট্টগ্রামের প্রথম আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ের ১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করলে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস পালক শূন্য হয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ ১০ মাস আর্চবিশপের পদ শূন্য থাকলে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বরিশালের বিশপ সুব্রত লরেন্সকে চট্টগ্রামের আর্চবিশপ ঘোষণা দিলে আর্চবিশপের শূন্য পদ পূর্ণ হয়। চট্টগ্রামের খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ তাদের মেষপালককে মহাসমাবেশে বরণ করতে চাইলেও করোনাভাইরাস তাতে বাঁধা সৃষ্টি করে। ৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ অধিষ্ঠানের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলেও করোনাভাইরাসের তীব্রতা বেড়ে গেলে তা যথাযথ মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় ২২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে অল্প সংখ্যক খ্রিস্টভক্তগণের অংশগ্রহণের সুযোগ হলেও বাংলাদেশের সকল বিশপগণ, পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী ও কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর মধ্যকার মিলন-একতার প্রকাশ ঘটিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সৃষ্টি করেন।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ইতিহাস সমৃদ্ধ এক জনপদ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আগমন ঘটে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে এবং তাদের প্রথম বসতি গড়ে ওঠে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে জেজুইট ফাদার ফ্রান্সেসকো ফার্ণান্দেজ এবং ডমিঙ্গো ডি'সুজা পূর্ববঙ্গে প্রথম মিশনারী হিসেবে চট্টগ্রামে আসেন। পরবর্তীতে আরো অনেক মিশনারী নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন খ্রিস্টের ভালোবাসা ও সেবার আদর্শ এই জনপদে প্রতিষ্ঠা করতে। এই চট্টগ্রামের মাটিতেই ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করেন বেশ কয়েকশত মানুষ। সমস্যা-প্রতিকূলতার মাঝেও খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে অকুতোভয় ছিলেন মিশনারীগণ। সময়ের পরিক্রমায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম একটি ডাইয়োসিসের মর্যাদা পায় এবং এর প্রথম ধর্মপাল ছিলেন বিশপ আলফ্রেড ল্য পাইয়্যোর সিএসসি। প্রথম বিশপের মতো ডাইয়োসিসের দ্বিতীয় বিশপ রেমন্ড লারোজ সিএসসি প্রত্যাশা করতেন স্থানীয় মণ্ডলী গড়তে পালকীয় নেতৃত্বে স্থানীয় কেউ আসুক। আর মাটির মানুষ বিশপ যোয়াকীম রোজারিও সিএসসি'র মধ্যদিয়ে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস স্থানীয় মণ্ডলী হবার পথে বেশ এগিয়ে যায়। সে ধারা অব্যাহত থাকে চতুর্থ বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র সময়েও। চট্টগ্রামের পঞ্চম বিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র সময় চট্টগ্রাম মর্যাদা লাভ করে মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিস হিসেবে আর আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি উক্ত আর্চডাইয়োসিসের প্রথম আর্চবিশপরূপে ইতিহাসবদ্ধ হন। অতঃপর আর্চবিশপ মজেসের মৃত্যুতে পদশুন্য হলে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি তার স্থলাভিষিক্ত হন। আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার চট্টগ্রামের ৬ষ্ঠ বিশপ ও ২য় আর্চবিশপ হিসেবে উক্ত আর্চডাইয়োসিসের আওতাধীন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও চাঁদপুরের ৩২,০৪৬জন কাথলিক খ্রিস্টানদের পালকীয় যত্নদানের সাথে সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে সকলের জন্য কাজ করবেন খ্রিস্টের সর্বজনীন ভালোবাসাকে মূর্ত করার জন্য।

আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স ইতোমধ্যে দু'টি ধর্মপ্রদেশে যথাক্রমে চট্টগ্রামে সহকারী বিশপ ও বরিশালের প্রথম বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। বিশপ মনোনীত হবার পূর্বে বিভিন্ন গঠনগৃহের পরিচালক হিসেবে এবং বিশপ হবার পর যুব কমিশনের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে পরিচালনার অভিজ্ঞতার ডালি সমৃদ্ধ করেছেন। চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে বরিশালকে সাজানোর ও সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজে অগ্রসর হচ্ছিলেন মাত্র। এমনি সময়ে তাঁর জন্য চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান আসলে তিনি পবিত্র আত্মার শক্তির উপর নির্ভর করে তা গ্রহণ করেন। বিশ্বাসীবর্গ মনে করেন, ঈশ্বর আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্সকে ধীরে-ধীরে প্রস্তুত করেছেন চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসকে মিলন-সমাজে পরিণত করতে হবে। অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে সবাইকে নিয়ে কাজ করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স মিলন-সমাজ গড়তে সকলকে আশাবাদী করেছেন। আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্সসহ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকল নেতৃবর্গের সেবাময় নিরপেক্ষ নেতৃত্ব দ্বারা বাংলাদেশ মণ্ডলী মিলন-সমাজে পরিণত হবে তা প্রত্যাশা করি। এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিস সহায়তা করার জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। †

বীজ মাটিতে বোনার সময়ে মাটির সকল বীজের চেয়ে ছোট, কিন্তু একবার বোনা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাকের চেয়ে বড় হয় ও এমন বড় বড় শাখা মেলে যে, আকাশের পাখিরা তার ছায়ায় বাসা বাঁধতে পারে। *(মার্ক ৪:৩১-৩২)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

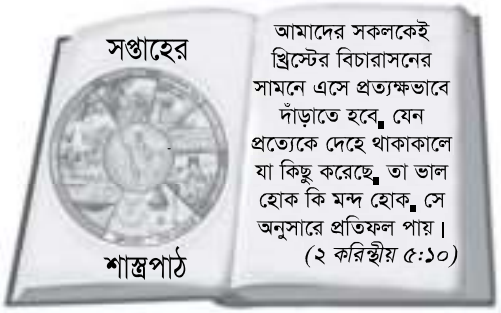

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৩ - ১৯ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৩ জুন রবিবার

সাধারণকালের ১১শ রবিবার (প্রাহরিক প্রার্থনা-৩)

এজিকেল ১৭: ২২-২৪, সাম ৯২: ২-৩, ১৩-১৬, ২ করি ৫: ৬-১০, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

১৪ জুন সোমবার

২ করি ৬: ১-১০, সাম ৯৮: ১-৪, মথি ৫: ৩৮-৪২

১৫ জুন মঙ্গলবার

২ করি ৮: ১-৯, সাম ১৪৬: ১-২, ৫-৯খ, মথি ৫: ৪৩-৪৮

১৬ জুন বুধবার

২ করি ৯: ৬-১১, সাম ১১২: ১-৪, ৯ , মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

১৭ জুন বৃহস্পতিবার

২ করি , ১১: ১-১১, সাম ১১১: ১-৪, ৭-৮, মথি ৬: ৭-১৫

১৮ জুন শুক্রবার

২ করি ১১: ১৮, ২১খ-৩০, সাম ৩৪: ১-৬, মথি ৬: ১৯-২৩

১৯ শনিবার

২ করি ১২: ১-১০, সাম ৩৪: ৭-১১, ২২, মথি ৬: ২৪-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৩ জুন রবিবার

+ ১৯৭৫ ফাদার হেনরী বোদ্রু সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ মাদার এম পাস্কাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০০ সিস্টার পিয়া স্যাকুয়েরা এসসি (খুলনা)
+ ২০০৮ সিস্টার মার্গারেট মেরী এমসি (ঢাকা)

১৪ জুন সোমবার

+ ১৯৮০ ফাদার ইউজেনিও পেট্রিন পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার টমাস বারোস সিএসসি (ঢাকা)

১৫ মঙ্গলবার

+ ১৯৭৬ ফাদার লুইজি ভেরপেল্লী পিমে (দিনাজপুর)

১৬ জুন বুধবার

+ ১৯৯৭ ফাদার বেনোয়াট ব্রুনেলি সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৭ জুন বৃহস্পতিবার

+ ১৯৯৯ ফাদার হেনরী পল সিএসসি
+ ২০০১ সিস্টার ইমেল্ডা কস্তা আরএনডিএম (ঢাকা)

১৮ জুন শুক্রবার

+ ১৯৬২ ফাদার পিয়োট্রো ক্রিবেলী পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৬ সিস্টার সিলভিও ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৯ শনিবার

+ ১৯৫১ সিস্টার এম. মুনচিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. রেজিনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ ব্রাদার ফাবিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি

প্রবীণদের প্রতি যত্ন

সকল মানুষ ছোট থেকে বড় হয় কারোর না কারোর সহায়তায়। অন্যের সহায়তা ছাড়া আমরা কেউই বড় হতে পারিনি এবং পারবোও না। জন্মের পর থেকে আমাদের বাবা মা আমাদের যত্ন করে বড় করেছেন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ্য সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের ভালবাসা স্নেহ মমতা ছিল বলেই আমরা একটি সুন্দর জীবনের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তারা যখন বৃদ্ধ বয়সে অবহেলার স্বীকার হন, খাওয়া পরার কষ্ট পান এবং অসম্মানিত জীবন যাপন করেন তখন বিষয়টি তাদের জন্য খুবই দুঃখের এবং কষ্টের। পরিবারে যে ব্যক্তিটি তার আয় রোজগার দিয়ে সংসারটিকে আগলে রেখেছিলেন, সব ছেলেমেয়েদের কোলে পিঠে করে বড় করেছেন, কর্ম ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিবারের অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। অনেক বিপদ আপদ থেকে পরিবারের সকল সদস্যকে সুরক্ষা দিয়েছেন এবং পরিবারকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন আজ তিনিই যদি পরিবারে অবাঞ্চিত হন তাহলে বুঝতে হবে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধের বড় অবক্ষয় হয়েছে। যা কখনই সমীচীন নয়।

সাধারণত ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরই প্রবীণ বলে ধরা হয়। যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করেন এবং অল্প অংশের বসবাস শহরে। গ্রামে প্রবীণ ব্যক্তিগণ ভূমি নির্ভর কৃষিজীবী এবং সহায় সম্বলহীন, শারিরিক দুর্বলতার কারণে তাদের আয়ের পথ সংকুচিত। আয় না থাকায় পরিবারে তারা উপেক্ষিত ও অবহেলিত। শহরের প্রবীণ ব্যক্তিগণ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত। তারা পারিবারিক বিচ্যুতি, নিঃসঙ্গতা, অবহেলা, হতাশা ও হীনমন্যতায় ভোগেন। গ্রামে এবং শহরে উভয় জায়গাতেই প্রবীণগণ মানসিক সমস্যার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন।

পরিবার এবং সমাজে প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের অবহেলা কখনোই সুখকর বিষয় হতে পারেনা। তাহলে এ থেকে উত্তরণের উপায় কি? আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, তারা আমাদের উত্তরসূরী এবং পরিবারের আদি সদস্য। আমাদের মতই তাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ছিল। আত্মার আগ্রহ নিংড়ে তারা আমাদের আগমনের প্রত্যাশা করেছেন। সন্তানের বাবা মা হয়ে সে কি পরিতৃপ্তি! জীবনের সমস্ত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন সন্তানের বেড়ে উঠায় তাকে গড়ে তোলা এবং মানুষ করার মধ্য দিয়ে। সন্তানদের স্বাবলম্বী করা পর্যন্ত দায়িত্ব এবং অপরিসীম ত্যাগ যাদের ছিল তারা সংসারে কেন উপেক্ষিত হবেন? শুধু কি তাই? বর্তমানে পরিবারে স্বামী স্ত্রী দুজনেই কর্মব্যস্ত সেখানে পরিবারের সেই প্রবীণ ব্যক্তিই সংসারে ছোট ছোট নাতি-নাতনিদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেন এবং পিতামাতার অনুপস্থিতে নাতিনানিদের সময়গুলিকে আনন্দে ভরিয়ে তোলেন যার মূল্য কখনই কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যাবেনা। আমাদের উচিত হবে বয়োজ্যেষ্ঠদের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের সামনের সারিতে রাখা, তাদের মতামত ও চিন্তাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া, অসুস্থ হলে তাদের পাশে থাকা, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বাসায় তাদের সাথে কথা বলা এবং সময় দেওয়া। মাঝে মধ্যে তাদের ইচ্ছানুসারে আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। এসকল কাজই হলো প্রবীণদের প্রতি যত্ন ও তাদের প্রতি সম্মান করা। দীর্ঘ জীবন সৃষ্টিকর্তার দান। আমরা সবাই দীর্ঘায়ু কামনা করি। এই দীর্ঘ জীবনের শেষ দিনগুলি বিষাদময় না হয়ে, হয়ে উঠুক আনন্দের, ভালবাসার আর সম্মানের।

অর্পা কুজুর

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৫ জুন, খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। "খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। - *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

শ্রমের কর্মধারায় মহান সাধু যোসেফ আমাদের অনুপ্রেরণা

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা : মানব মুক্তির ইতিহাসে ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনায় ভাববাদী বা প্রবক্তা ও মনোনীত ব্যক্তিদের বাস্তবায়িত করেছেন। ঈশ্বর তার দিব্য পরিল্পনায় যোসেফ নামে এক পরম সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে মারীয়ার বাগদত্তা স্বামী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। মুক্তিকামী কাজে পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঐশ ইচ্ছায় মারীয়া পুত্র যিশুকে জন্ম দিয়েছিলেন। মাতা পুত্রের সাথে যোসেফ ঈশ্বরের ইচ্ছাপূর্ণ করতে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে এক মহান আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

মনোনীত ব্যক্তির মর্যাদা : মাতা মণ্ডলী এই বিশ্বস্ত সেবককে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও সম্মান প্রদর্শনার্থে ১৯ মার্চ সাধু যোসেফের পার্বন দিবস এবং শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য মজুরী আদায়ের সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার প্রতিপালক হিসেবে ১ মে শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন প্রথা প্রচলন করে। পোপ দ্বাদস পিউস যখন এই পর্বের প্রচলন করেছিলেন, তার ইচ্ছা ছিল , শ্রমের এই ঐশ মর্যাদার কথা উপলব্ধি করে খ্রিস্টানদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে , অমানুষিক পরিবেশ কিংবা মালিকদের শোষণ শাসনের ফলে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা যেন কৃতদাসের পর্যায়ে নেমে না আসে বা প্রদর্শন করা না হয়। তাই শ্রমজীবী মেহনতকারী প্রতিটি মানুষ কঠিন শ্রমের মাধ্যমে সাধু যোসেফকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। কেননা সাধু যোসেফ ছিলেন কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী আদর্শ সেবক। সময়ের যথাযথ ব্যবহার এবং শ্রমের মূল্য প্রদানে তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান ব্যক্তি। যে কারণে শ্রমজীবী প্রতিটি মানুষ সাধু যোসেফকে সম্মানে রেখে ধর্মীয় বিশ্বাস বৃদ্ধি নম্রতা, ধৈর্য, ভ্রাতৃপ্রেম, সমাজসেবা, ক্ষমা, ত্যাগ এবং অনুরূপ নানাবিধ গুণ অনুকরণ করে আদর্শ জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত হতে পারে। সাধু যোসেফ সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে সামান্য পরিচিতি পাওয়া যায়। কিন্তু মারীয়া ও যিশুকে কেন্দ্র করে যে সব প্রারম্ভিক ঘটনা বর্ণিত আছে তা গুরত্বের দিক থেকে কোন অংশে কম নয়। তিনি যে পরিশ্রমী ,সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল, নিরবকর্মী এবং কঠোর পরিশ্রমে পারদর্শী তার কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি। যেমন নাজারেথ থেকে বেথলেহেম পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং দুর্গম রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু যোসেফ দীর্ঘ এবং দূর্গম রাস্তার কথা চিন্তা করে বসে থাকেন নি বরং বেথলেহেম নগরে লোক গণনার জন্য নাম নিবন্ধনার্থে সমাজের প্রচলিত নিয়মের প্রতি আনুগত্য শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমস্ত কষ্ট, দুঃখ স্বীকার করে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি কোলের শিশু যিশুকে নিষ্ঠুর হেরোদ রাজার রোষানল ও মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে মা ও শিশুকে গাধার পিঠে তুলে দিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে মিশর দেশে পৌছান এবং কুয়াশাচ্ছন্ন কম্পমান শীত উপেক্ষা করে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। পরিশ্রম ও ত্যাগ বলতে যা বোঝায় সাধু যোসেফ এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন।

ঈশ্বরের নির্দেশ পালন ও বাধ্যতার ভূষণ যোসেফ : স্বর্গদূত কর্তৃক ঘোষিত ঈশ্বরের যতগুলো নির্দেশ পেয়েছিলেন তা তিনি নীরবে বিনাশর্তে ও স্বার্থে বিশ্বস্তভাবে পালন করেছিলেন। যিশুর বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখনো জেরুসালেমে উৎসব পালন শেষে বাড়ী ফেরার পথে যিশুকে তাদের সঙ্গে না পেয়ে তিন দিনের পথ অতিক্রম করে পুনরায় মন্দিরে এসে যিশুকে খুঁজে পান। এসব কষ্ট ত্যাগস্বীকার আমাদের জন্য আদর্শের এবং অনুপ্রেরণারই সামিল। একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে, যোসেফ কখনো কোন ঘটনায় মুখ খোলেননি বা কথা বলেননি। তাছাড়া শাস্ত্রে এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধু যোসেফকে কখনো প্রতিবাদ করতে বা তিনি যে ক্লান্ত হয়েছেন এমন কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মনে করে সব কিছু স্বেচ্ছায় পালন করে হয়েছেন তৃপ্ত, আনন্দিত এবং মনে লাভ করেছেন শান্তি। এই সব দিক লক্ষ্য করে সাধু যোসেফ মণ্ডলীতে ও পরিবারে তার কৃত কর্মের ও দায়িত্ব পালনের কয়েকটি বিশেষ পদে ঘোষিত হয়েছেন। যেমন আদর্শ পিতা, পরিচালক , রক্ষক , সুবিবেচক, দায়িত্বশীল, ন্যায়বান, বিশ্বস্ত সেবক,ধর্মভীরু, বাধ্যতা, নম্র, ধৈর্য এবং অনুপ্রেরণা দানকারী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করতে পারি। উল্লেখ্য ঈশ্বর প্রদত্ত যে সব গুণাবলীতে সাধু যোসেফকে ভূষিত করা হয়েছে তাতে সাধরণ কোন ব্যক্তির সাথে অতুলনীয় বা তুলনা করা ধৃষ্টতারই সামিল । তবে একথা স্বীকার্য যে অতিমানব হিসাবে যোসেফের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্তরে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের নাম করণের মাধ্যমে। যেমন বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, উপধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, সম্প্রদায়, সেমিনারী , শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারীগরি বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, হোস্টেল এবং ব্যক্তির নামও সাধু যোসেফের অনুকরণে রাখা হয়েছে। এবং পাশাপাশি নির্দিষ্ট পার্বণ উদ্‌যাপনার্থে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ; নভেনা, প্রার্থনাসভা,আলোচনা সভা, নির্জনধ্যান, বিশেষ খ্রিস্টযাগ, পালাগান, সাধু যোসেফের স্তব আবৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি ব্যক্তিগত ভাবে যোসেফের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে উপবাস, ত্যাগস্বীকার এবং তার গুণাবলী ও আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন ও অনুশীলণ করে উন্নতী ও সাফল্য অর্জন করছে।

কর্মজীবীদের সাধু যোসেফের অনুপ্রাণিত কয়েকটি দিক : যিশুর পালকপিতা হিসাবে সাধু যোসেফের যে দায়িত্ব বোধের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে যে সব দিক আমাদের অনুপ্রাণিত করে তেমন কয়েকটি উল্লেখ করছি

-ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করা
-যে কোন কাজে উদ্দ্যোগ গ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদানে প্রস্তুত থাকা
-সৎ ও বিশ্বস্ত থেকে আদর্শ জীবন যাপন করা
-ধৈর্য ও সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে কাজে অগ্রসর হওয়া
-সেবা ও পরোপকার করতে সদা প্রস্তুত থাকা
-আত্মত্যাগ ও কোন কাজে কষ্ট স্বীকার করাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করা
-শ্রমের মর্যাদা প্রদান এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন
-সন্দেহপ্রবণ মনোভাব পরিহার করে বিশ্বাসের সাথে অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
-ভালবাসার দৃষ্টিতে সব কিছু বিবেচনা করলে আনন্দ ও তৃপ্তি প্রাপ্তি সহজ হয়
-পারিবারিক জীবনে মাতা পিতার যে আদর্শ থাকা আবশ্যক সাধু যোসেফের কাছ থেকে সে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়
-প্রত্যেক শ্রমজীবী ব্যক্তির জন্য অবশ্য করণীয় যে কাজটি সাধু যোসেফ নিজে প্রমান করেছেন তা হচ্ছে বিশ্বস্ত থাকা।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা সাধু যোসেফের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে যে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে অবগত হলাম তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হতে হবে। কর্মময় জীবনে যেসব নীতি ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে কাজের স্থায়িত্ব, পদোন্নতী, মর্যাদা বৃদ্ধি এবং অর্থায়নে সুযোগ সৃষ্টি করে। সাধু যোসেফই যেসব ক্ষেত্রে আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট উদাহরণ আদর্শের ধারক ও পদদ্রষ্টা । অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরিবারে এবং মণ্ডলীতে সাধু যোসেফের যে ভূমিকা ঈশ্বর প্রদত্ত ও স্বীকৃত আমরা যেন তা নম্রতার সাথে গ্রহণ এবং অনুকরণ করতে সচেষ্ট হই। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ডিসেম্বর হতে ২০২১ ডিসেম্বর ৮ তারিখ দীর্ঘ বছর ব্যাপী সাধু যোসেফের বর্ষ ঘোষণা করে অবশ্য পালনীয় যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে সাধু যোসেফকে গভীর ভাবে চেনা, ধ্যান , প্রার্থনা, তার আদর্শ , নীরব কর্মী হিসেবে মণ্ডলীতে তার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আরো স্পষ্ট হয়েছে। সাধু যোসেফ শুধু আধ্যাত্মিক গুরুই নন; তিনি একজন ঈশ্বর ভক্ত মানুষ, যিনি ঈশ্বরের নির্দেশে বাহিরে কিছু করনেনি বরং তার ইচ্ছা পালন এবং আর্দশ পরিবারের জন্য যে ভূমিকা রাখার কথা তার অধিক কাজে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমজীবী ভাইবোনেরা আর্দশ নীতি পালনে শুধু উৎসাহিতই হবেন না , তার জীবন নিয়ে ধ্যান ও অনুকরণে চিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং পালনে প্রত্যয় ব্যক্ত করবেন এটাই স্বাভাবিক।

মানব-মুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় সাধু যোসেফের আহ্বান ও ভূমিকা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

মানব-মুক্তির ইতিহাসে ও ঐশ পরিকল্পনায় কুমারী মারীয়ার আহ্বান যেমন এক যুগান্তকারী ঘটনা, তেমনি সাধু যোসেফের আহ্বান কাহিনীও সেই একই ঐশ পরিকল্পনায় একটি বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উক্ত ঐশ পরিকল্পনায় মারীয়া যেমন হয়ে উঠেন "পরম আশিস ধন্যা", "ঈশ্বরের অনুগৃহীতা" *(দ্রঃ লুক ১:২৮)*, তেমনি যুবক কাঠমিস্ত্রী যোসেফ হয়ে উঠেন ঈশ্বরের মহা করুণার বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র। ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহে অতি সাধারণ নারী কুমারী মারীয়া যেমন হয়ে উঠেন সর্বকালের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী, "সকল নারীর মধ্যে ধন্যা" *(লুক ১:৪২)*, তেমনি একই ঐশ অনুগ্রহে সাধু যোসেফ মানব মুক্তির ইতিহাসে হয়ে উঠেন মুক্তিদাতা যিশুর পরেই সকল পুরুষকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এ যেন মুক্তিদাতার পালক-পিতা হবার পরম সৌভাগ্য লাভ করার এক মহান আশীর্বাদ।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে মহান ধার্মিক আব্রাহামকে যেমন বলা হয় "বিশ্বাসীদের পিতা", ঠিক তেমনি, নতুন নিয়মে ধন্যা মারীয়া হলেন "বিশ্বাসীদের মাতা" এবং ধন্য যোসেফ হলেন "বিশ্বাসীদের পিতা" - কেননা তিনি আব্রাহাম ও ধন্যা মারীয়ার মত ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন এবং তাঁর বাণী গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন।

ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনায় মানব-মুক্তির ইতিহাসে ধন্যা কুমারী মারীয়ার যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি তাঁর স্বামী সাধু যোসেফের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মানবত্রাতা যিশুর সাথে মানব-মুক্তির কাজে মারীয়া যে নিবিড়ভাবে জড়িত, তা পবিত্র বাইবেলের শুরুতেই আমরা লক্ষ্য করি: "এক নারীর সন্তান তোমার মস্তক চূর্ণ করবে" *(আদিপুস্তক ৩:১৫খ)*। ঠিক তেমনি ভাবে, মানব-মুক্তি পরিকল্পনায় যোসেফের ঐশ-আহ্বান অতি গুরুত্বপূর্ণ। (তাই পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস তার পালকীয় পত্র "পিতার হৃদয় দিয়ে" ("*Patris corde*":"With a Father's Heart")- এ উল্লেখ করেন যে, সাধু যোসেফ, যিনি একজন অদৃশ্যমান ও নীরব ব্যক্তি, তিনি "মানব মুক্তির ইতিহাসে একটি অতুলনীয় ভূমিকা" ("an incomparable role in the history of salvation")[১] পালন করেন। পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু পোপ ২য় জন পলের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, যিশুর মুক্তি-পরিকল্পনায় ঈশ্বরের দ্বারা আহূত হয়ে সাধু যোসেফ "মুক্তিকর্মে সহযোগিতা করেন --- এবং মানব-মুক্তির একজন সত্যিকার সেবক হন" ("cooperated… in the great mystery of Redemption, and is truly a minister of salvation"।[২] একই প্রসঙ্গে পোপ ফ্রান্সিস তার পূর্বসুরী পোপ ৬ষ্ঠ পলকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, সাধু যোসেফ তাঁর "সমস্ত ভালবাসা মুক্তিদাতার সেবায় নিবেদন করেছিলেন যিনি তাঁর গৃহে পরিপক্কতায় বেড়ে উঠছিলেন" ("a love placed at the service of the Messiah who was growing to maturity in his home")।[৩]

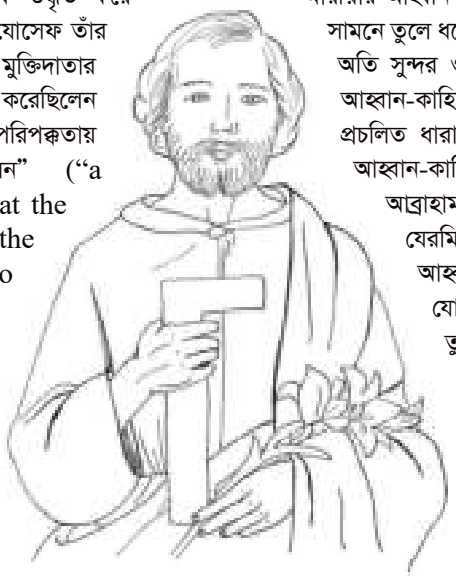

কুমারী মারীয়ার সাথে যোসেফের বিবাহ বন্ধন মানব-মুক্তি পরিকল্পনায় তাঁর অংশগ্রহণেরই একটি দিক তুলে ধরে। যদিও পবিত্র বাইবেলে কত বছর বয়সে এবং কোথায় তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল - এই সম্বন্ধে কিছুই লেখা নেই। তবে মণ্ডলীতে তাঁদের বিবাহের ঐতিহ্যগত কিছু কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সাধু লূক তাঁর মঙ্গলসমাচারে শুধু উল্লেখ করেন যে, যোসেফের সাথে অবিবাহিতা কুমারী মারীয়ার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল *(দ্রঃ লুক ১:২৬)*। অন্যদিকে, সাধু মথি তাঁর মঙ্গলসমাচারে শুধু উল্লেখ করেন যে, যোসেফ ছিলেন যাকোবের সন্তান, যার বিয়ে হয়েছিল মারীয়ার সাথে *(মথি ১:১৮)*। উভয় মঙ্গলসমাচারের লেখকই উল্লেখ করেন যে, মারীয়ার গর্ভে সন্তান কোন পুরুষের দ্বারা নয়, বরং পবিত্র আত্মার শক্তিতেই মারীয়া গর্ভবতী হয়েছেন; সেই সন্তানের লালন-পালনের ভার "ধর্মনিষ্ঠ" *(মথি ১:১৯)* ও বিনম্র সেবক যোসেফ আজীবন পালন করেছেন মারীয়ার সাথে। আর এভাবেই তিনি ঐশ মুক্তি-পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ রূপে অংশগ্রহণ করে পরম আশিসধন্য হয়েছেন।

ঐশ মুক্তি-পরিকল্পনায় যোসেফের আহ্বান

মানব-মুক্তির ইতিহাসে মারীয়ার আহ্বান ও যোসেফের আহ্বান কাহিনী দু'টি এক যুগান্তকারী ঘটনা। সাধু লুক অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে মারীয়ার আহ্বান-কাহিনী জগতের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। অন্যদিকে, সাধু মথি অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে যোসেফের আহ্বান-কাহিনী তুলে ধরেন। উভয়েই প্রচলিত ধারায় মারীয়া ও যোসেফের আহ্বান-কাহিনী তুলে ধরেন - অর্থাৎ আব্রাহাম, মোশী, যিশাইয়, যেরমিয়, যোনা, ইত্যাদি ব্যক্তির আহ্বান-কাহিনীর মত করেই যোসেফের আহ্বান-কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।

পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত প্রতিটি প্রবক্তার আহ্বান-কাহিনী হলো "প্রেরণ-ধর্মী" বা "mission-oriented"। সেই দিক থেকে যোসেফের আহ্বান কোন ব্যতিক্রম নয় । অন্যান্য প্রবক্তার আহ্বান-কাহিনী ৬টি ধাপ অনুসরণ করে। কিন্তু যোসেফ ও মারীয়ার আহ্বান-কাহিনীতে ৭ম ধাপ অর্থাৎ সম্মতি জ্ঞাপন *"Fiat"* বা "Yes" এক বিরল ঘটনা, যা অন্যান্য প্রবক্তার আহ্বান-কাহিনীতে অনুপস্থিত। বিশেষ উল্লেখ্য যে, মারীয়া ও যোসেফের আহ্বান-কাহিনী দু'টির মধ্যে একটি অনুপম সুন্দর মিল রয়েছে, যা উভয়ের জীবনের দাম্পত্য গভীর প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক যেমন প্রকাশ করে, তেমনি মানব-মুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় মারীয়ার মত যোসেফেরও অংশগ্রহণের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা তুলে ধরে। এখানে মারীয়া ও যোসেফের আহ্বানের ৭টি ধাপ সমান্তরালভাবে তুলে ধরা হলো:

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

চট্টগ্রামের আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সি.এস.সি'র

সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

কোট অব আর্মস: পিতার ভবনে চল যাই।

জন্ম ও জন্মস্থান : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ, নবগ্রাম রোড, গোলপুকুরপাড়, বরিশাল।

পিতা ও মাতা : স্টিফেন ললিত হাওলাদার ও তেরেজা হাওলাদার।

মাইনর সেমিনারী : সেবকালয় মাইনর সেমিনারী, গৌরনদী, বরিশাল।

মাধ্যমিক : পালরদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গৌরনদী, বরিশাল।

উচ্চ-মাধ্যমিক : সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।

স্নাতক : ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল।

মাস্টার্স ও লাইসেনসিয়েট : পন্টিফিকাল গ্রেগরিয়ান ইউনিভার্সিটি, রোম, ইতালী, মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও কাউন্সিলিং।

প্রথম ব্রত গ্রহণ : ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা আগস্ট, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী

আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ : ৬ আগস্ট ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

পরিসেবক পদাভিষেক : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ; রমনা, ঢাকা।

যাজকবরণ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, সাধু পিতরের ধর্মপল্লী, বরিশাল।

পালকীয় সেবাকাজ : সহকারী পাল পুরোহিত- মরিয়ম নগর ও পীরগাছা ধর্মপল্লী, ময়মনসিংহ

পরিচালক : সেন্ট পল মাইনর সেমিনারি, জলছত্র, ময়মনসিংহ; পবিত্র ক্রুশ সংঘের নব্যালয়, বরিশাল

চট্টগ্রামের সহকারী বিশপ পদে মনোনয়ন : ০৭ মে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিশপীয় অভিষেক : ০৩ জুলাই ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, সাধু পিতরের ধর্মপল্লী, বরিশাল

বরিশাল ডাইয়োসিসের বিশপ পদে মনোনয়ন : ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বরিশাল ডাইয়োসিসের বিশপ পদে অধিষ্ঠান : ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ; সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী, বরিশাল

চট্টগ্রামের আর্চবিশপ পদে মনোনয়ন : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

চট্টগ্রামের আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠান : ২২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র জপমালা রাণীর ক্যাথিড্রাল গির্জা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠিত হলেন পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি

- মিকি পল গনসালভেছ

ঘোষিত হলো নতুন আর্চবিশপের নাম– আনন্দ বার্তায় উদ্বেলিত চট্টগ্রামের মেষপাল

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের নতুন আর্চবিশপের নাম ঘোষণা করছেন মহামান্য ন্যুনসিও আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী

করোনা আমাদের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু, বহু প্রিয়জন! আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি'র আকস্মিক মৃত্যুতে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস হয়ে পড়েছে স্তব্ধ! তারপর ৩৩,০০০ খ্রিস্টভক্তের দীর্ঘ প্রতীক্ষা নতুন পালকের অপেক্ষায়! আটমাস মেষপালক বিহীন হয়ে থাকা খ্রিস্টভক্তদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের নতুন মেট্রোপলিটান আর্চবিশপের নাম ঘোষণা করেন ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে। বাংলাদেশে নিযুক্ত পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি ও ভাটিকান রাষ্ট্রদূত মহামান্য আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী ভাটিকানের সাথে একযোগে চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ পবিত্র জপমালা রাণী ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী থেকে উক্ত ঘোষণা পাঠ করেন বিকাল ৫ ঘটিকায়। নতুন আর্চবিশপ হিসেবে পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'র নাম ঘোষিত হওয়ার পর চট্টগ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এ'যে তাদের বহু চেনা পালক, হৃদয়ের একান্ত কাছের মানুষ! আনন্দধারা বহিছে ভুবনে... শুরু হয় নতুন আর্চবিশপকে আর্চডাইয়োসিসে বরণের বিস্তারিত ও ব্যাপক প্রস্তুতি।

করোনা ছোবলে আনন্দ আয়োজন

অধিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গঠন করা হয় কেন্দ্রীয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি, সমন্বয় কমিটি এবং আরো ১২টি উপ-কমিটি! বহু সংখ্যক খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতিতে সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান আয়োজনের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলতে থাকে। সভার পর সভা, রিহার্সালের পর রিহার্সাল। খ্রিস্টভক্ত, বিশেষভাবে শিশুদের সমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে আর্চবিশপ ভবন আর ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর আঙ্গিনা। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় সবকিছু ভেস্তে যায়। ছোট থেকে আরো ছোট হতে থাকে আয়োজন, শেষ পর্যন্ত স্থগিত করতে হয়, অনিশ্চিত হয়ে পড়ে আর্চবিশপের আগমনের দিনক্ষণ। করোনার উর্ধ্বগতিতে লকডাউন এর সময় বাড়তে থাকে এবং সেই সাথে বাড়তে থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতীক্ষার প্রহর।

অনিশ্চয়তার যবনিকাপাত, নবনিযুক্ত আর্চবিশপের আগমন

অবশেষে শেষ হলো ক্যালেন্ডারের পাতায় দিন গণনা। অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে করোনাকালীন বিধিনিষেধ এর মধ্যেই আর্চবিশপের আগমনের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। ব্যাপক কর্মযজ্ঞ এবং নানা আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জনগণের অনুপস্থিতিতে অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে আর্চবিশপকে বরণের জন্য প্রস্তুত হয় চট্টগ্রাম। ২১ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৫ ঘটিকায় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি পাথরঘাটাস্থ জপমালা রাণীর ক্যাথিড্রাল গির্জা প্রাঙ্গনে পদার্পণ করেন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি মহামান্য আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি এবং ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের মেট্রোপলিটান আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করা ফাদার লেনার্ড সি, রিবেরু এবং অভ্যর্থনা ও যোগাযোগ উপ-কমিটি তাদেরকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। স্থানীয় কৃষ্টিতে আর্চবিশপকে বরণ করার জন্য আর্চবিশপ হাউজ প্রাঙ্গনে তখন প্রস্তুত অভ্যর্থনা দল এবং অনলাইনে সম্প্রচারের জন্য মিডিয়া টিম। যুবদের আঁকা আলপনার কেন্দ্রবিন্দুতে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি।

এসো এসো আমার ঘরে এসো... স্থানীয় কৃষ্টিতে মেষপালককে বরণ

দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষিত নতুন ধর্মগুরু আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'কে পেয়ে, গুরুভক্তির চিহ্ন হিসেবে পরম শ্রদ্ধায় তার পদযুগল ধুয়ে দেন দু'জন খ্রিস্টভক্ত। আর্চবিশপের মঙ্গল কামনায় তার কপালে লেপন করা হয় চন্দন তিলক। চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের মেষপালের সাথে মেষপালক হিসেবে তার পবিত্র সম্পর্কের সূচনার চিহ্নস্বরূপ হাতে পড়িয়ে দেয়া হয় রাঁখি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাসহ সকল কৃষ্টির খ্রিস্টভক্তগণের পক্ষে একজন খ্রিস্টভক্ত আর্চবিশপ মহোদয়কে আদিবাসী উত্তরীয় রিশা পড়িয়ে সম্মান জানান। চট্টগ্রামে বসবাসরত অসংখ্য গারো অভিবাসীর পক্ষে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

থেকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক খুব্বু পরিয়ে দেন একজন গায়ো যাজক। পবিত্রতা ও ভালবাসার প্রতীক হিসেবে আর্চবিশপকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করেন একজন খ্রিস্টভক্ত। পরিশেষে আর্চবিশপের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে তাকে রুমাল প্রদান করেন একজন খ্রিস্টভক্ত। অতঃপর নবনিযুক্ত আর্চবিশপ ও উপস্থিত অন্যান্য বিশপগণ প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি ও সকল পূর্বসূরী বিশপগণের কবরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রার্থনা করেন।

নবনিযুক্ত আর্চবিশপের মঙ্গল কামনায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা

বরণ অনুষ্ঠান শেষে দিনের আলো ধীরে ধীরে নিশেষ হয়ে যখন গোধূলী, তখন উপস্থিত সকলে সমবেত হয়েছে পবিত্র জপমালা রাণী ক্যাথিড্রাল গির্জা অভ্যন্তরে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনায় অংশ নিতে। প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি হাতে আর্চবিশপ সুব্রত ক্যাথিড্রালে প্রবেশ করলেন যেন নতুন দিশার দিশারী হয়ে। ধ্যানমগ্ন পরিবেশে, গানে ও প্রার্থনায় প্রভুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আরাধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ক্যাথিড্রাল অভিমুখে শোভাযাত্রা– একটি নতুন সকাল, নতুন যুগের সূচনা

পাখির কলরব, নতুন ভোরের নবারুন আলো, এক পশলা শান্তির বৃষ্টি... দিনটি হলো ২২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। সকাল ০৮ ঘটিকা থেকেই ক্যাথিড্রালের বাইরে আগত অতিথিবৃন্দ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম পেতে যাচ্ছে তার নতুন মেষপালক, সেই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত চারিদিক। সকাল ০৯ ঘটিকায় ক্যাথিড্রাল এর যাজক ভবনের সামনে থেকে শুরু হল শোভাযাত্রা। চট্টগ্রামের সকল ধর্মপল্লীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাইয়োসিস থেকে আগত যাজকগণের দীর্ঘ সারি, বাংলাদেশের সকল বিশপগণ ও একমাত্র কার্ডিনাল এবং সর্বশেষে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি শোভাযাত্রা করে ক্যাথিড্রালের রুদ্ধ প্রবেশদ্বারের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

ক্যাথিড্রালের বন্ধ দ্বার হল উন্মুক্ত

চট্টগ্রাম এর নতুন মেষপালক ক্যাথিড্রালের দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লেন তিনবার। নীরব ক্যাথিড্রাল এর অভ্যন্তরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে সেই শব্দ যেন আনন্দের ঘন্টাধ্বনির মত বেজে উঠলো। অপেক্ষমান মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি এবং ঢাকার আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় বিজয় এন. ডি'কুজ, ওএমআই আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করলেন ক্যাথিড্রালের প্রধান ফটক। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া সূর্যের উজ্জ্বল আলোক রশ্মি এসে পড়লো ক্যাথিড্রালের ভিতর। বাংলার প্রথম খ্রিস্টশহীদ ফাদার ফ্রান্সেসকো ফার্ণান্দেজ, এসজে এবং শত শত খ্রিস্টশহীদের রক্ত স্নাত ক্যাথিড্রালে নতুন মেষপালক হিসেবে প্রথমবারের মত পদার্পণ করলেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। ক্রুশ হাতে সেবকদল এবং খ্রিস্টবাণী বয়ে আনা একজন যাজক এবং তার পরপরই পোপীয় অনুজ্ঞাপত্রটি সকলের দৃষ্টিগোচর করে শোভাযাত্রাটি বেদীমঞ্চে এসে উপস্থিত হল।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রদত্ত আর্চবিশপ নিয়োগের অনুজ্ঞাপত্র পাঠ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রটি প্রদর্শন করছেন ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স

বাণীমঞ্চে দাঁড়িয়ে নতুন আর্চবিশপকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত মেষপালকের অনুপস্থিতিতে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকারী শ্রদ্ধেয় ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরু। মহান সৃষ্টিকর্তার গৌরব করে তিনি আরো একবার ঘোষণা করলেন যে অধিষ্ঠান খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি চট্টগ্রামের সকল মেষদের আধ্যাত্মিক যত্ন, ভালবাসাসিক্ত পালকীয় সেবা ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। পোপ ফ্রান্সিস প্রদত্ত যে অনুজ্ঞাপত্রের মাধ্যমে এই দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন, তা সকলের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনপূর্বক পাঠ করে শোনানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য ফাদার টেরেন্স রড্রিক্সকে। ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স ল্যাটিন ভাষায় লিখিত মূল অনুজ্ঞাপত্রটি উপস্থিত সকল বিশপ, যাজক এবং খ্রিস্টভক্তে প্রদর্শন করলেন। এরপর তিনি অনুজ্ঞাপত্রের ইংরেজি অনুবাদ এবং ফাদার প্রণব আন্তনী গমেজ, সিএসসি বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন।

শূণ্য ক্যাথেড্রাল পূর্ণ হলো আবার

সেবাকারী নেতৃত্বের পালকীয় আসন হল 'ক্যাথেড্রা', যেটি ক্যাথিড্রাল গির্জা অভ্যন্তরে বিশপের জন্য সংরক্ষিত আসন। চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের ক্যাথেড্রাটিতে সর্বশেষ আসীন হয়েছিলেন স্বর্গীয় আর্চবিশপ মজেস এম. কস্তা, সিএসসি। তার আকস্মিক প্রয়াণে চট্টগ্রামের মেষপালের হৃদয়ে যেমন শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো, তেমনি এই আসনটিও শূন্য ছিল দীর্ঘ ১০টি মাস। ঢাকার আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় বিজয় এন. ডি'কুজ, ওএমআই এবং মহামান্য

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে যখন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'কে সেই আসনে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন আসনটি যেমন পূর্ণ হল তেমনি আনন্দে পরিপূর্ণ হল চট্টগ্রামের খ্রিস্টভক্তদের হৃদয়। আর্চবিশপ বিজয় চট্টগ্রামের নতুন আর্চবিশপকে পড়িয়ে দিলেন মাইটার (বিশপীয় টুপি), কার্ডিনাল প্যাট্রিক তার হাতে হস্তান্তর করলেন ক্রসিয়ার (বিশপীয় যষ্টি)। দুই গুরু ধর্মপাল তার দু'স্কন্ধে হাত রেখে কাথলিক মণ্ডলীর ভ্রাতৃত্ব ও একতার চিত্রই যেন ফুটিয়ে তুললেন অপূর্বভাবে। আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজের সামনে জানুপাত করে বিশ্বাসমন্ত্র উচ্চারণ করার পর সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। তিনি চট্টগ্রামের নতুন ধর্মপাল, নতুন মেষপালক! উপস্থিত ও অনলাইনে অংশগ্রহণকারী খ্রিস্টভক্তবৃন্দ প্রাণ ভরা শুভেচ্ছা জানালেন তাকে।

নবঅধিষ্ঠিত মেষপালকের প্রথম খ্রিস্টযাগ অর্পন

পুণ্যপিতার প্রতিনিধি মহামান্য আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সকল বিশপ, ৩২ জন যাজক, ২৩ জন ব্রাদার ও সিস্টার এবং ৬৪ জন খ্রিস্টভক্ত স্বশরীরে প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষী হয়েছিলেন চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান ও আর্চবিশপ হিসেবে পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র উৎসর্গীকৃত প্রথম খ্রিস্টযাগে। সহ-উৎসর্গকারী হিসেবে সাথে ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ এবং মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়। দেশব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমন না কমায় শুধুমাত্র প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অধিষ্ঠান খ্রিস্টযাগটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত ফেসবুক লাইভ মাধ্যমে অনলাইনে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেছেন।

অনাড়ম্বর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

অধিষ্ঠানের পর সকলের সামনে
আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি

খ্রিস্টযাগ শেষে চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসে আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠান স্মরণে প্রকাশিত ১২৮ পৃষ্ঠার বিশেষ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন নব অধিষ্ঠিত আর্চবিশপ। অতঃপর চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত মেট্রোপলিটান আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি; সম্প্রতি দায়িত্বগ্রহণকারী ঢাকার মেট্রোপলিটান আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই এবং সিলেটের মনোনীত বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি ও ভাটিকান রাষ্ট্রদূত পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী। বক্তব্যে তিনি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'কে বরিশাল ডাইয়োসিসের প্রৈরিতিক প্রশাসক নিয়োগের ঘোষণাও দান করেন। আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকার আর্চবিশপ ও বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই ও মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি। অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন নবনিযুক্ত আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম. কস্তা, সিএসসি'র অকস্মাৎ মৃত্যুর পর ১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধর্মপ্রদেশীয় প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া শ্রদ্ধেয় ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরুকে এ সময় খ্রিস্টভক্তগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরুর ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ হয় অনাড়ম্বর অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান।

নতুন দিনের অপেক্ষায় পাল্লিউম বিভূষণ অনুষ্ঠান

স্বশরীরে অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না পারার যে অতৃপ্তি চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের খ্রিস্টভক্ত, সিস্টার, ব্রাদার ও যাজকগণের মধ্যে, তা বিবেচনায় রেখে মেট্রোপলিটান আর্চবিশপের পরিধেয় মেষের লোমে তৈরী উত্তরীয় পাল্লিউম বসন পরিধান স্থগিত রাখা হয়েছে এক নতুন দিনের অপেক্ষায়, যেদিন করোনার আগ্রাসী থাবা কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে আসবে। নবনিযুক্ত আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি জানান, অবস্থা বিবেচনা করে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বা নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হবে মেট্রোপলিটান আর্চবিশপের পাল্লিউম বিভূষণ অনুষ্ঠান। আমরা সেই দিনের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষার দিন গুনছি আবারো।

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'র অধিষ্ঠান খ্রিস্টযাগে কয়ার দল

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'র অধিষ্ঠান খ্রিস্টযাগে সিস্টার [illegible] ও যাজকদের একাংশ

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র অধিষ্ঠানকে ঘিরে বিভিন্ন জনের অনুভূতি, স্বপ্ন ও প্রত্যাশা

সংগ্রহে : মানিক উইলভার ডি'কস্তা

ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরু
ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস

আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র আকস্মিক প্রয়াণ মেনে নিতে কষ্ট হলেও তা চরম সত্য। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাকে স্বর্গীয় পুরস্কার দান করেছেন। চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে আর্চবিশপ মজেসের শূণ্যতা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়। বিশপবিহীন ১০ মাস সময় চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসকে পরিচালনার দায়িত্বভার আমার উপরে ন্যস্ত ছিল। এই সময়টুকু ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের সহযোগিতা, খ্রিস্টভক্তজনগণের প্রার্থনায় সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে। ঈশ্বর ও সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আর্চবিশপ সুব্রত আমাদের কাছে অজানা-অচেনা নয়, আবার চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসও আর্চবিশপ সুব্রত'র কাছে অজানা-অচেনা নয়। এটি হবে তার পালকীয় কাজের সবচাইতে বড় শক্তি। আমি মনে করি, আর্চবিশপ সুব্রত তার পালকীয় দায়িত্বে মেষপালকে আরো কাছে টানতে সক্ষম হবেন। **তার পালকীয় নেতৃত্বে আমি যা প্রত্যাশা করি:**

- বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়মিত পালকীয় পরিদর্শন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও খ্রিস্টভক্তদের জন্য বিশেষ ভাবনা ও সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টভক্তদের একাত্মতায় বিশ্বাসের যাত্রায় মিলন সমাজ হয়ে ওঠার সাধনা।
- নতুন এলাকায়, যেমন: কক্সবাজার, ফেনী, চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, ফটিকছড়ি, রামগড় সহ অন্যান্য এলাকাগুলোতে খ্রিস্টমণ্ডলীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীয় জীবনে আহ্বান বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ভক্তজনগণ ও খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচালকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন।
- ডাইয়োসিসের যুব কমিশন ও যুব কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করে তোলা।
- ডাইয়োসিসের বিদ্যমান ধারা চলমান রেখে প্রয়োজনীয় নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা।
- প্রয়াত আর্চবিশপের অসমাপ্ত কাজগুলো, বিশেষভাবে তার স্বপ্ন ও দর্শন পূর্ণ করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা।
- স্থানীয় মণ্ডলী গঠন, ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিশ্বাসের গঠন ও চর্চা সক্রিয়করণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ মনযোগ দান।
- আর্চডাইয়োসিসে কিছু চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা রয়েছে। সেগুলোর প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ব্রাদার সুব্রত লিও রোজারিও সিএসসি
অধ্যক্ষ, সেন্ট প্ল্যাসিডস্ স্কুল এণ্ড কলেজ ও সমন্বয়কারী, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশন

ধর্মপাল হলেন ডাইয়োসিসের অভিভাবক ও গুরু। মেষপালের কাছে তিনি আছেন যিশুরই স্থানে। আমি প্রত্যাশা ও বিশ্বাস করি, নবনিযুক্ত আর্চবিশপ সুব্রত যিশুর দেখানো পথেই তার জনগণকে শিক্ষার আলো দান করতে প্রয়াসী হবেন। তিনি শিক্ষা সেবা কাজকে এমনভাবে **পরিচালনা দান করবেন যেন তারা চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে :**

- খ্রিস্টিয় মূল্যবোধের শিক্ষা ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যেন মানবিক মূল্যবোধে বেড়ে ওঠার পরিবেশ পায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।
- ছাত্র-ছাত্রীরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যিশু যেভাবে পরিচর্যা করেছেন, তেমনি পরিচর্যা পায়। তিনি যেভাবে মানুষের কাছে গিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন পাহাড়ে, হ্রদে, উন্মুক্ত স্থানে, প্রকৃতির কাছে গিয়ে– ঠিক একই মনোভাবে যেন আমাদের শিক্ষা সেবা কাজ পরিচালিত হয়।
- খ্রিস্ট ছিলেন সঠিক, নীতিবান শিক্ষক– তাই সততা ও ন্যায্যতার পক্ষে তিনি অবস্থান নিতে পেরেছেন বলিষ্ঠভাবে। আর্চডাইয়োসিস শিক্ষা সেবা কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে সৎ ও নীতিবান হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা ও গঠন দান করবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন পরিবেশ লালন করবে, যেন শিশুরা প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষকদের কাছে আসার গভীর ইচ্ছা লালন করে। কারণ যিশু বলেছেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও'।
- প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস বলতেন, ছাত্রদের পরিবেশ রক্ষার শিক্ষা দিতে হবে, প্রকৃতিকে ভালবাসার কথা বলতে হবে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গঠন করতে হবে। এই বিষয়গুলো যেন আমাদের শিক্ষাসেবা কাজে চলমান থাকে।

সিস্টার এলিজাবেথ ত্রিপুরা
এলএইচসি সংঘের সিস্টার

এলএইচসি সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে চট্টগ্রামের একটি স্থানীয় সন্ন্যাস সংঘরূপে। পরে বরিশাল ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠা হলে সংঘটি বরিশালের স্থানীয় সন্ন্যাস সংঘ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্তান, এলএইচসি সংঘের একজন সিস্টার। সেই সুবাদে বরিশালের বিশপ হিসেবে দীর্ঘ সময় আর্চবিশপ সুব্রত'কে কাছে থেকে দেখেছি। বিভিন্ন সময় তার সাথে আলাপচারিতায় আমি বুঝতে পারি যে, চট্টগ্রামের সহকারী বিশপ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও এর আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তার ভাল অভিজ্ঞতা আছে। তিনি তাদের কাছে গিয়েছেন, তাদের সাথে মিশেছেন ও তাদের জীবনকে গভীরভাবে বোঝেন। এই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর জন্য নিসন্দেহে আশীর্বাদ। আমি বিশ্বাস করি, তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের খুব কাছাকাছি যেতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন বিশপ হিসেবে প্রচুর পালকীয় পরিদর্শন প্রয়োজন। আর্চবিশপ সুব্রত বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন হওয়ায় সফরগুলো দূর্গম হলেও তার পক্ষে করা সম্ভব, আগেও সহকারী বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার কাছে সেই তাড়না দেখেছি। তিনি সঠিক সময়ে ঈশ্বরের যোগ্য ব্যক্তি, তাই তাকে বেছে নিয়েছেন। আদিবাসীদের একজন হিসেবে আমি উপলব্ধি করি, পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টভক্তগণ বিশ্বাসের জীবনে এখনো নবীন, আহ্বান জীবনেও তেমন কেউ নেই। এই দুটো বিষয়ে আর্চবিশপ মহোদয় বিশেষ দৃষ্টি দেবেন বলে আমার প্রত্যাশা। আদিবাসী পরিবারগুলোর কাছে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতীয় আহ্বান এখনো পরিষ্কার নয়। এই জীবন সম্পর্কে তাদের ও যুবদের সচেতন করার জন্য বিশেষ পালকীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিষয়টি নতুন আর্চবিশপ বিবেচনা করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

যোয়াকিম মান্না বালা
ধর্মপ্রদেশীয় সেক্রেটারি,
বরিশাল ডাইয়োসিস

বরিশাল ডাইয়োসিস বয়সে নবীন। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'র নেতৃত্ব ও পরিচালনায় ডাইয়োসিস বেড়ে উঠছিল ছোট একটি চারা গাছেরই মত। অতি অল্প সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং কিছু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডাইয়োসিসের বিশ্বাসী জনগণের পালকীয় যত্ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বহুমাত্রিক কাজে ভক্তজনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে বরিশাল ডাইয়োসিস থেকে বিশপ মহোদয়ের বিদায় কিছুটা যে প্রভাব ফেলবে না তা বলার অবকাশ নেই। তথাপি, যোগ্য পালকরূপে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে সহকারী বিশপরূপে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বরিশাল ডাইয়োসিসের প্রথম বিশপরূপে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আর্চবিশপ মহোদয়ের গুণাবলীসমূহ চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে বলে মনে করছি।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে আমাদের বিশপ মহোদয়ের চট্টগ্রামের আর্চবিশপ নিয়োগের সংবাদ শোনার পর থেকে এ'যাবত কেমন যেন একটা শূণ্যতা বোধ হচ্ছিল। তবে ২২ মে তারিখে যখন জানলাম, নতুন বিশপ নিয়োগ ও তিনি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত আর্চবিশপ সুব্রতই বরিশালের প্রৈরিতিক প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবেন, অনেকটা স্বস্তি কাজ করেছে। এতে করে নবগঠিত বরিশাল ডাইয়োসিসের বেড়ে ওঠার যে গতি, তা চলমান থাকবে। চট্টগ্রাম হতেই বরিশাল ডাইয়োসিস সৃষ্ট হওয়ায় শুরু থেকেই দু'টি ডাইয়োসিসের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বিদ্যমান আছে। বর্তমান অবস্থায় তা আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আমি আশা করছি।

বাবরা গোমেজ
শিশু এনিমেটর,
অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী

পরিবারে কর্তা না থাকলে কেমন যেন দিশেহারা লাগে। আর্চবিশপ মজেসের প্রয়াণের পর আমাদের মণ্ডলীর পরিবারেও দিশেহারা বোধ হতো– কেমন যেন একটা শূণ্যতা, সব থেকেও কি যেন নেই, অভিভাবক শূন্যতা! ১০টি মাস ধরে খ্রিস্টযাগে আসলে কখনোই দেখতাম না আর্চবিশপ মজেসের হাসি মাখা মুখ– কেমন যেন একটা গভীর নিস্তব্ধতা ক্যাথিড্রাল জুড়ে।

নতুন আর্চবিশপ মনোনয়নের দিন শীতলপুরে ছিলাম। ফিরে এসে যখন শুনলাম– পরিচিত নাম শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে, স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করেছি। তারপর অধিষ্ঠান নিয়ে হলো কতনা পরিকল্পনা, কতনা মানুষ কত দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। করোনার থাবায় দুইবার অনুষ্ঠানটি সংকুচিত করা হলো, পরে স্থগিত হয়ে গেল! ২২ মে তাকে পেলাম আমাদের মাঝে ১০০ জনের কিছু বেশি খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতিতে। প্রস্তুতির কিছুই কাজে লাগলো না। তবু, ঘরের কর্তা ঘরে এসেছেন, সেটাই আনন্দ। সীমিত হলেও অনুষ্ঠানটি সুন্দর ছিল।

আমি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদারের বিশপীয় দায়িত্ব পালনকালে যা প্রত্যাশা করছি:

- তিনি প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসির অসমাপ্ত কাজগুলো চলমান রাখবেন।
- প্রয়াত আর্চবিশপ ডাইয়োসিসের ইতিহাস, বিভিন্ন সময়ে পুণ্য পিতার শিক্ষা, ধর্মপালের শিক্ষা, ইত্যাদি দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে শিক্ষা আসর আয়োজন করতেন। তিনি প্রতি বছর ডাইয়োসিসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একেকবার একেক ধরণের খ্রিস্টভক্তদের সাথে মতবিনিময় করতেন, একেক বছর একেকটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা ও আলোচনা করতেন। এই বিষয়গুলো যেন চলমান থাকে, সেটি আমার প্রত্যাশা।
- মণ্ডলী কারা পরিচালনা করছেন, কিভাবে করছেন, অর্থের সংস্থান কিভাবে হচ্ছে, খ্রিস্টভক্তগণ কতটুকু অংশগ্রহণ করছেন– এই তথ্যগুলো স্বচ্ছতার সাথে প্রয়াত আর্চবিশপ সকল খ্রিস্টভক্তের সাথে সহভাগিতা করতেন। তার সময়ে অর্থনৈতিক খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি নতুন আর্চবিশপ এই অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে সক্ষম হবেন।
- খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে প্রয়াত আর্চবিশপ অনেক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন, বিভিন্ন ধরণের সংগঠন/এসোসিয়েশন/মুভমেন্টের সাথে বসেছেন, আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে স্থানীয় ও নিজস্ব মডেলে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তিনি যথেষ্ট সফল ছিলেন। আর্চবিশপ সুব্রত বিষয়গুলোর প্রতি জোড় দেবেন বলে আমি আশা করছি।

জুড ফ্লেবিয়ান বালা
সেক্রেটারি, পালকীয় সেবা দল এবং
সহ যুব সমন্বয়কারী, চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের পালকীয় সেবা দলে আমি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে কর্মরত আছি। পালকীয় কাজ এবং যুবদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র নিয়মিত সান্নিধ্য পেয়েছি। কার্যালয়ে তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়, তার উপস্থিতি ছিল নীরব কিন্তু সবল। তার অকাল প্রয়ানে সম্পূর্ণ ডাইয়োসিসের মত আর্চডাইয়োসিসান কার্যালয়ও হয়ে পড়েছিল নিস্তব্ধ।

দীর্ঘ ১০ মাস পর চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে আর্চবিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। আমি খুবিই আনন্দিত তাকে আমাদের মাঝে পেয়ে। যুব হিসেবে তার কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি বহু আগেই, এবার তার কর্মী হিসেবে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পেলাম। আশা করছি তার পালকীয় নির্দেশনায় ডাইয়োসিসের পালকীয় সেবা কাজে আমি আরো সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবো।

ক্যালভিন গোনসালভেছ
অধিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকদলের আহ্বায়ক

অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মত বড় একটি কর্মসূচীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়কের দায়িত্ব পাওয়া আমার জন্য প্রথম। তাই অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনেক উত্তেজনা আর প্রত্যাশা ছিল। সভার পর সভায় অংশগ্রহণ করি, প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কিন্তু করোনামহামারীর কারণে আয়োজন সীমিত সীমিত সব কিছুই স্থগিত হয়ে গেল। নতুন তারিখে একেবারেই সীমিত আয়োজন। তেমন একটা কিছু করার ছিলনা, এমনকি স্বেচ্ছাসেবক দলের কেউ থাকারও সুযোগ পায়নি। প্রতি উপ-কমিটি'র আহ্বায়ক ও সহ আহ্বায়ক আমন্ত্রিত হওয়ায় সুযোগ পেয়েছি অংশগ্রহণের।

নতুন আর্চবিশপকে পেয়ে মনে হচ্ছিল, মাথার উপরে আবারো ছায়া এসেছে আমাদের। আমি একজন যুবক। আর্চবিশপ মহোদয় দীর্ঘদিন যুব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অধিকারের জায়গা থেকে আমার কিছু প্রত্যাশা আছে তার কাছে। জানিনা ঠিক কি না, তবে আমার মনে হচ্ছে যুগের পরিবর্তনে ও উপযুক্ত চ্যাপলেইন্সির অভাবে আমাদের ক্যাথিড্রাল প্যারিসে যুবদের আনাগোনা দিন দিন কমে যাচ্ছে। যুবদের জন্য ডাইয়োসিসের বিশেষ কোন পালকীয় নীতিমালা আছে কি না বা এমন কিছু থাকার কথা কিনা আমি জানিনা। কিন্তু মনে হচ্ছে এমন একটা কিছু থাকলে ভাল হয়। যেখানে নির্ধারিত থাকবে প্রতি ধর্মপল্লীর যুব কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, ধর্মপল্লীর যুবদের জন্য কোন ব্যক্তি চ্যাপলেইন্সি করবেন, কিভাবে যুবদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে, কিভাবে তাদের চলমান গঠন দান করা হবে, ইত্যাদি। আর্চবিশপ সুব্রতর ব্যক্তিত্ব যুবদের কাছে টানতে সক্ষম। আমি বিশ্বাস করি, তার নেতৃত্বে ডাইয়োসিসে যুব সেবা কাজে রাতারাতি একটা পরিবর্তন আসবে।

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি মহোদয়ের সঙ্গে আলাপনে কিছুক্ষণ

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : ফাদার পঙ্কজ ইগ্নেশিয়াস পেরেরা

(চট্টগ্রাম কাথলিক আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠান স্মরণে ২২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রকাশিত স্মরণিকা হতে পুনরায় মুদ্রণ করা হলো)

তিভান মোহী হিলারী'র স্কেচে আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার

পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপরূপে অভিষিক্ত হয়ে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর চট্টগ্রামের বিস্তৃত এলাকার সমতল, পার্বত্য ও বরিশাল অঞ্চলে সেবা করেছেন। পরবর্তীতে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল নতুন ধর্মপ্রদেশরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি বরিশালের বিশপরূপে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পরে তিনি চট্টগ্রামের আর্চবিশপ হিসেবে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের মনোনয়ন লাভ করেন। পরিচিত একজন ধর্মপালকে নতুন করে পাওয়ায় চট্টগ্রামবাসী স্বভাবতই আনন্দিত হয়েছে। আর্চবিশপরূপে নিযুক্তিতে পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি'র অনুভূতি, উপলব্ধি, স্বপ্ন ও পরিকল্পনা'র কথা জানতে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ফাদার পঙ্কজ ইগ্নেশিয়াস পেরেরা।

১.ফাদার পঙ্কজঃ চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে নিয়োগ পাবার পর আপনার অনুভূতি কি? চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে সহকারী বিশপরূপে আপনি প্রায় ৬ বছর এবং বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপরূপে ৬ বছর কাজ করেছেন। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মানুষের মাঝে আপনার পালকীয় কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

আর্চবিশপ সুব্রতঃ *প্রথমত :* সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কিছু চিন্তাভাবনা ও মতামত তুলে ধরার সুযোগ দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। পোপ মহোদয় কর্তৃক এই নিয়োগের পরে দুই ধরণের অনুভূতি আমার চারপাশের ভক্তজনগণের মানুষের মধ্যে দেখেছি। যাদের সঙ্গে এতদিন ছিলাম এবং যারা একসঙ্গে কাজ করেছে এবং এখন যাদের কাছ থেকে দূরে যেতে হচ্ছে তারা সকলে হারাবার বেদনা বোধ করছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে যারা এতদিন এই দায়িত্বে একজনকে দেখার প্রত্যাশায় ছিলেন তারা এই সংবাদের পরেই আনন্দভরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এসব মানুষগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমিও উভয় প্রকারের অনুভূতিই অন্তরে অনুভব করছি। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে ভরপুর চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের দু'টি অঞ্চলেই আমি কাজ করেছি বলে অনেকেই আমার পরিচিত। সকলেই আপনজনের মতোই তাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করেছেন এবং এই নতুন আহ্বান অনুসারে দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আমার আগামী দিনের জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের জন্যে শক্তি সঞ্চার করবে। তাদের সকলের শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার প্রতিশ্রুতির জন্যে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

২. ফাদার পঙ্কজ : নব প্রতিষ্ঠিত বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রথম ধর্মপাল হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে পালকীয় প্রয়োজনীয়তাগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে অগ্রাধিকার দিবেন বলে মনে করছেন?

আর্চবিশপ সুব্রত : বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশের নতুন যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপ্রদেশের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা, প্রান্তিক মানুষের কাছে গিয়ে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের সংগ্রামী জীবনের পাশে দাঁড়ানো, বিভিন্ন ধর্ম ও মণ্ডলীর সাথে সংলাপ, ভক্তজনগণকে এবং নতুন প্রজন্মকে গঠন দান, অবকাঠামোগত প্রয়োজনগুলোতে সাড়া প্রদান, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়গুলোতে গুরুত্বারোপ করতে হয়েছে। চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের বর্তমান পালকীয় প্রয়োজনগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করাটাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আজ থেকে ছয় বছর আগের অগ্রাধিকারগুলো কেমন ছিল সে সম্পর্কে কিছু ধারণা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যারা এই মহাধর্মপ্রদেশে পালকীয় কাজকর্মে নিবেদিত রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে সংলাপ করা, বিভিন্ন ধর্মপল্লী সফর করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার মাধ্যমেই বর্তমান অগ্রাধিকারগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৩. ফাদার পঙ্কজঃ একজন বিশপকে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ কাজে মনোনিবেশ করতে হয়। বর্তমান যুগলক্ষণ অনুযায়ী এ ধরণের বহুমাত্রিক কাজে মাণ্ডলিক প্রেক্ষাপট কেমন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

আর্চবিশপ সুব্রত : কোন মহাধর্মপ্রদেশে একজন আর্চবিশপ পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। তবে ২০০৮ খ্রিস্টবর্ষের ১১ মে তারিখে ভাতিকান থেকে প্রকাশিত "তোমার মুখমণ্ডল আমাদের আলোকিত করুক যাতে আমরা রক্ষা পাই" নামক পত্রটির প্রেরণা অনুসারে একজন আর্চবিশপের পালকীয় এবং প্রশাসনিক সেবাকাজে তিনি একাই নয়, বরং অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রতিটি খ্রিস্টভক্তের মধ্যেই পবিত্রাত্মা নানা অনুগ্রহদান দিয়ে থাকেন যাতে সেগুলোর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে খ্রিস্টের পালকীয় ও প্রশাসনিক কাজগুলো সুসম্পন্ন হতে পারে। মণ্ডলীর একজন কর্তৃপক্ষ আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নানাবিধ কাজের জন্যে উপযুক্ত অনুগ্রহদান সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে আবিষ্কার করেন, তাদেরকে যথাযথ কাজের জন্যে নিয়োজিত করেন, কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করেন ও সহযোগিতা প্রদান করেন। সকলের অংশগ্রহণে সব কাজগুলোই খ্রিস্টের সেবাকাজে পরিণত হয় এবং তাঁর আশীর্বাদে সেগুলো সুসম্পন্ন হয়। ঈশ্বর যাদেরকে এই মহাধর্মপ্রদেশের নানাবিধ কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছেন এবং আগামীতে বিভিন্ন অনুগ্রহদান অনুসারে সেবাকাজে ঈশ্বর যাদেরকে আহ্বান করবেন তাদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান প্রত্যাশা করছি।

৪. ফাদার পঙ্কজঃ বর্তমান বিশ্বের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষা ও কৃষ্টিসমূহ কি যুগপোযোগি? এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

আর্চবিশপ সুব্রত : বর্তমান বিশ্বে অনেক মতবাদ, চিন্তাধারা, অনুভূতি ও কার্যক্রম যেভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ঠিক সেভাবে আবার মণ্ডলীর শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধগুলোর বিশ্বায়ন হচ্ছে। পোপ মহোদয় এমনতরো অনেক বিষয় তাঁর পালকীয় ও সর্বজনীন পত্রগুলোতে অনবরত তুলে ধরছেন এবং পাশাপাশি মণ্ডলীর শিক্ষা ও ঐতিহ্যগুলো উল্লেখ করে তার অনুশীলন করতে উৎসাহিত করছেন। নেতিবাচক প্রভাবগুলোর মধ্যে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ভোগবাদ, ব্যবহার ও ছুড়ে ফেলে দেয়ার সংস্কৃতি, অপচয়, স্বার্থপরতা, ত্রিমুখী সম্পর্কের অভাব, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোই যে শুধুমাত্র বিশ্বায়ন হচ্ছে তা নয়, অনেক মূল্যবোধেরও বিশ্বায়ন হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে রক্ষা করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রেটা থার্নবার্গের আহ্বান, বিশ্ব যুবদিবস এবং এফএবিসি'র কার্যক্রমগুলোতে অনেক যুবক-যুবতীর আন্তরিক সেবাদান, মিয়ানমারে শান্তি বজায় রাখতে এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে জনগণকে রক্ষা করার জন্যে সৈনিকদের কাছে সিস্টার এ্যান রোজের আবেদন, কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় অগণিত ডাক্তার-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী যোদ্ধাদের আত্মদান- এসব উদাহরণগুলোর প্রতিটি এক একটি মূল্যবোধ হয়ে বর্তমান জগতের মধ্যে বিশ্বায়ন হচ্ছে। এসব মূল্যবোধগুলো খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষা-দীক্ষা থেকেই উৎসারিত। পোপ মহোদয় অনবরত এসব মূল্যবোধগুলোকে উৎসাহিত করছেন এবং বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এগুলো অতীব যুগপোযোগি।

৫. ফাদার পঙ্কজ: বিগত বেশ কয়েক বছর যাবত এপিসকপাল যুবকমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনি যুবসমাজের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছেন। মাণ্ডলিক জীবনে যুবসমাজের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কি? চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে যুবদের জন্য কী ধরণের পালকীয় যত্ন প্রয়োজন বলে মনে করেন?

আর্চবিশপ সুব্রত: যুবরা যথাযথ সান্নিধ্য পেলে এবং তাদের সঙ্গে প্রবীনেরা সহযাত্রী হলে এবং তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হ'লে তারা সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ক'রে, ভয়, দুঃশ্চিন্তা, ইত্যাদিকে উপেক্ষা ক'রে তাদের স্বপ্ন পূরণের মাধ্যমে তারা বর্তমান জগতের কাছে মিশনারী হয়ে উঠতে পারে। ভাতিকানের যুব সিনডে অংশগ্রহণ করতে করতে সমগ্র বিশ্বের যুবদের জীবনযাত্রা ও কার্যক্রমের একটি চিত্র দেখার সুযোগ হয়েছিল। এম্মাউসের পথে দু'জন যুবশিষ্য যিশুর সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা করেছিল তা সমগ্র বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও দেখছি। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি যুবদিবসে যুবদের অংশগ্রহণ, তাদের আন্তরিক সেবাদান, বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের প্রতিভার বিকাশ এবং সুন্দর জীবন গঠনের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেসব ধর্মপল্লীতে যুবারা প্রবীণদের সহায়তা পাচ্ছে সেসব ধর্মপল্লীতে তাদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালে অনেক ধর্মপল্লীর যুবারা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্বেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতিকে সুরক্ষা ও যত্ন করতে গাছ লাগানো ও গাছের যত্ন নেয়ার দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের দেশ থেকে কিছু যুবারা এখন মিশনারী হয়ে বিভিন্ন দেশেও সেবাকাজে অংশ নিচ্ছে। চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের যুবারা বিগত যুবদিবসে যে সেবাদানের দৃষ্টান্ত রেখেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। তাদের সাথে প্রবীনেরা যাত্রা করতে করতে আগামী দিনগুলোতেও তারা উল্লেখযোগ্য মিশনারী সেবাকাজগুলোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী।

৬. ফাদার পঙ্কজ: বর্তমান ডিজিটাল যুগে যুবক-যুবতীদেরকে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আপনার পরামর্শ কি?

আর্চবিশপ সুব্রত: ইতালির মনসা শহরে বর্তমান ডিজিটাল যুগেই বসবাস ও জীবন যাপন করেছেন কার্লো আকুতিস। বিগত ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে তিনি ধন্য শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। তিনি ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রেই সমগ্র বিশ্বের কাছে খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি মানুষের অনুরাগ, ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসা জাগিয়ে তুলেছেন। ডিজিটাল যন্ত্রপাতির অপব্যবহারের কারণে যেমন অনেক যুবক-যুবতীর জীবন ধ্বংস হচ্ছে তেমনি আবার এর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে যুবারা ধন্য হওয়ার সুযোগও পাচ্ছে। ২০১৫ খ্রিস্টবর্ষের ১৮ জানুয়ারিতে ম্যানিলার যুবক যুবতীদের কাছে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, বর্তমান জগতে আমাদের যাদুঘরের চেয়ে সেবাকাজের প্রয়োজন অনেক বেশি। তাই ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে মাথার মধ্যে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করে রাখলেই যথেষ্ট নয়। তথ্যগুলোকে আমাদের হৃদয়ে নিয়ে যেতে হবে। হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে তথ্যগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে সেগুলোকে আমাদের হাতে নিয়ে যেতে হবে। এই হাত দিয়ে তখন অনেক মহৎ কাজ সম্পন্ন হতে পারবে। আবেগ, অনুভূতি এবং অনুরাগ নিয়ে বর্তমান জগতের জন্যে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে এবং সেখান থেকে আত্মদানের জন্যে উদ্বুদ্ধ হতে যুবক-যুবতীদেরকে সহায়তা দান করতে হবে। পরিবার থেকে এর গঠন দান শুরু করে ধর্মপল্লীতে, স্কুল-কলেজে, গঠনগৃহে ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুবক যুবতীদের সঙ্গে প্রবীনদের সহযাত্রী হওয়া প্রয়োজন যাতে তাদের মধ্য থেকেই অনেকে যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হতে পারে।

৭. ফাদার পঙ্কজ: চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশকে ঘিরে আর্চবিশপরূপে আপনার স্বপ্ন/পরিকল্পনা কি?

আর্চবিশপ সুব্রত: চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ভক্তজনগণের কাছে খ্রিস্টের হৃদয়ের অনুকরণে আমি একজন মেষপালক হয়ে প্রেরিত হয়েছি। তাই এই মহাধর্মপ্রদেশের ভক্তজনগণের অন্তরে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। প্রত্যেকের প্রত্যাশা কখনো একরকমও হবে না। খ্রিস্টবিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করতে এবং স্বর্গীয় পিতার প্রেমপূর্ণ অন্তরে বসবাস করতে ভক্তজনগণের পাশে থাকা একজন মেষপালকের গুরু দায়িত্ব। চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের মধ্যে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চল এবং সমতল অঞ্চল। সেখানে বসবাস করছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর খ্রিস্টভক্তগণ। অনেকে রয়েছে প্রান্তিক শ্রেণীর জনগণ। স্থানীয় ভক্তজনগণের সঙ্গে অনেক অভিবাসী খ্রিস্টভক্তগণও এখন শহরাঞ্চলে বসবাস করছে। পাশের দেশ থেকে আসা বিশাল সংখ্যার অভিবাসী এই মহাধর্মপ্রদেশের পরিসীমার মধ্যেই বসবাস করছে। বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেই আমাদের জনমণ্ডলী বসবাস করছে। তাদের সকলের কাছে মিশনারী হওয়া এবং সকলকে একই খ্রিস্টের বেদীতলে সম্মিলিত করা গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। তাদের সকলকে নিয়ে প্রার্থনা, আলাপ আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে করতে তাদের মনোভাব, আবেগ অনুভূতি, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ এবং তাদের জন্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৮. ফাদার পঙ্কজ: চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জনমণ্ডলীর কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

আর্চবিশপ সুব্রত: চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের জনমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। তাদের বৈচিত্র্যময় বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা, ও মতামত আমার অতীতের কয়েক বছরের পালকীয় কাজগুলোকে করেছে সমৃদ্ধশালী যার জন্যে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে অনেক ধরণের মূল্যবোধ যা আমাকে করেছে অনুপ্রাণিত। বিগত পাঁচশত বছরের জুবিলীর সময়ে ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, অতীতের বিশপ মহোদয়গণের, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীগণের, ক্যাটেখিষ্ট, শিক্ষকমণ্ডলী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই এই মহাধর্মপ্রদেশে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁদের আন্তরিকতা, আত্মত্যাগ ও অবদানের ফলে ধীরে ধীরে এই মহাধর্মপ্রদেশটি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই মহাধর্মপ্রদেশে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে উপরোক্ত সকলের সহযোগিতার বিকল্প নেই। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী জেলে, নাবিক, পর্যটক এবং সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্থ অভাবী ও দুঃখী মানুষগুলোর জন্যে নানাবিধ পালকীয় কাজকর্মের প্রয়োজনে সমুদ্র উপকূলবর্তী তিনটি ধর্মপ্রদেশকে নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি নতুন ধর্মাঞ্চল। উপরোক্ত পালকীয় কাজগুলোকে সফল করার জন্য চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের সকল যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের নেতৃত্ব এবং আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যাশা গভীরভাবে অনুভব করছি।

৯. ফাদার পঙ্কজ: সময় দেয়ার জন্য প্রকাশনা উপ-কমিটি'র পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর্চবিশপ সুব্রত: আমিও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের প্রকাশনা উপ-কমিটি'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার অনুভূতি ও চিন্তা সহভাগিতা করার সুযোগ দানের জন্য। ॥

মানব-মুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় ... ৬ পৃষ্ঠার পর

কুমারী মারীয়ার আহ্বানের ৭টি ধাপ	যোসেফের আহ্বানের ৭টি ধাপ
১। ঐশ-প্রত্যাদেশ বা ঐশ-প্রকাশ *(লুক ১:২৬-২৮)* "ঈশ্বর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে গালিলেয়া প্রদেশের নাজারেথ শহরে পাঠিয়ে দিলেন একটি কুমারীর কাছে। কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া। স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে বললেন: "প্রণাম তোমায়! পরম আশিসধন্যা তুমি।" মারীয়ার কাছে ঐশ-প্রকাশ শুরু হয় একজন স্বর্গদূতের দর্শন দানের মাধ্যমে। ইহুদীদের বিশ্বাস অনুসারে স্বর্গদূতগণ হলেন ঈশ্বরের সামনে সদা দণ্ডায়মান বাহিনী এবং তাঁরা হলেন সরাসরি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী। ঈশ্বরই তাঁর সুখবর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের মাধ্যমে মারীয়ার কাছে প্রকাশ করেন।	**১। ঐশ-প্রত্যাদেশ বা ঐশ-প্রকাশ** *(মথি ১:২০ক)* "প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন: "দাউদ-সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে ঘরে আনতে ভয় করো না।" যোসেফের কাছেও ঐশ-প্রকাশ শুরু হয় স্বপ্নে একজন স্বর্গদূতের দর্শন দানের মাধ্যমে। অতি নিশ্চিত ভাবেই এই স্বর্গদূতটি ছিলেন মহাদূত গাব্রিয়েল - ঈশ্বরের বার্তাবাহক - যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ঈশ্বরের বাণী যোসেফের কাছে পৌঁছে দেন।
২। ভয়-মেশানো অনুভূতি *(লুক ১:২৯)* "এই কথা শুনে মারীয়া গভীর ভাবে বিচলিত হলেন।"	**২। ভয়- মেশানো অনুভূতি** *(মথি ১:১৯খ)* "মারীয়ার দুর্নাম করতে না চেয়ে তিনি তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করবেন বলেই স্থির করলেন।"
৩। প্রেরণধর্মী (mission-oriented) আহ্বান (লুক ১:৩১-৩৩) "শোন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখবে যিশু।" এখানে মারীয়ার জন্যে তিনটি প্রেরণকর্ম বা **mission** রয়েছে: ১) গর্ভধারণ করা । ২) সন্তান জন্ম দেওয়া (সন্তান নষ্ট করা যাবে না)। ৩) সন্তানের নাম 'যিশু' রাখা।	**৩। প্রেরণধর্মী (mission-oriented) আহ্বান** *(মথি ১:২০গ)* "সে যে সন্তান-সম্ভবা হয়েছে, তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে; তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু।" এখানে যোসেফের জন্যে তিনটি প্রেরণকর্ম বা **mission** হলো: ১) তাঁর স্ত্রী মারীয়াকে গর্ভধারণ করতে দেওয়া। ২) সন্তান জন্ম হতে দেওয়া (স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যা করা যাবে না)। ৩) সন্তানের নাম 'যিশু' রাখা।
৪। আপত্তি: কী করে সম্ভব? *(লুক ১:৩৪)* "মারীয়া তখন দূতকে বললেন: তা কী করে সম্ভব? আমি যে কুমারী?" এখানে মারীয়া তাঁর আসন্ন বিপদসমূহ ভাবতে থাকেন।	**৪। আপত্তি: কী করে সম্ভব?** *(মথি ১:১৮খ)* "কিন্তু তারা একসঙ্গে থাকার আগেই দেখা গেল, মারীয়া গর্ভবতী।" এরকম নারীকে স্ত্রী হিসাবে কোন পুরুষ কি মেনে নিতে পারে?
৫। আপত্তির উত্তর *(লুক ১:৩৫)* "পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই যাঁর জন্ম হবে, সেই পবিত্রজন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন।"	**৫। আপত্তির উত্তর** *(মথি ১:২০গ)* "সে যে সন্তান-সম্ভবা হয়েছে, তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে।"
৬। চিহ্ন *(লুক ১:৩৬-৩৭)* "আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথ, সেও তার বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে। লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তারই এখন ছ'মাস চলছে। কারণ ঈশ্বরের কাছে অসাধ্য কিছুই নেই।"	**৬। চিহ্ন** *(মথি ১:২১গ)* "তিনি আপন জাতির মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন।"
৭। ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ ও মারীয়ার আত্মসমর্পণ *(লুক ১:৩৮)* "মারীয়া তখন বললেন: "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক।"" "হ্যাঁ" (*Fiat* বা "Yes") বলার মধ্য দিয়ে কুমারী মারীয়া ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর সম্মতি প্রকাশের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের দেহ-ধারণ এবং মুক্তির ইতিহাস পরম পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে।[৪]	**৭। ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ ও যোসেফের আত্মসমর্পণ** *(মথি ১:২৪)* "তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে আনলেন" - ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনায় যোসেফের পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সম্মতি জ্ঞাপন ছিল নীরব ভাষায়। **হ্যাঁ** বলার মধ্য দিয়ে তিনি মারীয়া ও যিশুকে রক্ষা করেন এবং তাঁর সন্তানকে শিখান "পিতার ইচ্ছা পালন করতে" (with his 'fiat' he protects Mary and Jesus and teaches his Son to "do the will of the Father")।[৫]

মারীয়া যেমন তাঁর সপ্ত-শোকের মধ্যদিয়ে তাঁরই প্রাণপ্রিয় সন্তান যিশুর যাতনাময় ক্রুশীয় মৃত্যুর সাথে একান্তভাবে "একমন একপ্রাণ" *(দ্রঃ প্রেরিত ৪:৩২)* হয়েছেন এবং এভাবে হয়ে উঠেছিলেন ঐশ মুক্তি-পরিকল্পনার পূর্ণ-সহকারিণী ও "সহ-মুক্তিদায়িনী"[৬] ঠিক তেমনি ভাবে যোসেফও তাঁর সপ্ত ক্রুশীয় শোকের মধ্য দিয়ে মানব-মুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেন। যোসেফের সপ্ত-শোকের চিত্র তুলে ধরা হলো, যা মানবমুক্তির ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

১ম শোক: "তাঁর মা মারীয়ার বাগ্‌বিবাহ হয়েছিল যোসেফের সঙ্গে কিন্তু তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগেই দেখা গেল, মারীয়া গর্ভবতী - পবিত্র আত্মারই প্রভাবে" *(মথি ১:১৮)*। স্বভাবতই, এ রকম একজন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা সত্যিই যোসেফের জন্যে কষ্টকর ছিল।

২য় শোক: "তিনি এসেছিলেন আপন গৃহে, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না" *(যোহন ১:১১)*। যিশুর প্রতি তাঁর স্বজাতির লোকদের বিরূপ আচরণ যোসেফকে কষ্ট দিয়েছিল।

৩য় শোক: "আটদিন পরে, শিশুটির যখন পরিচ্ছেদনের সময় এল, তখন তাঁর নাম রাখা হলো যিশু। স্বর্গদূত এই নামটিই দিয়েছিলেন শিশুটির গর্ভাগমনের আগে" *(লুক ২:২১)*। যে সন্তার তাঁর নিজের ঔরসজাত নয়, তাঁকেই আপন করে নিয়ে তাঁর লালন-পালনের কঠিন

দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো।

৪র্থ শোক: "এই যে শিশু, এ একদিন হবে ইস্রায়েল-জাতির মধ্যে অনেকের পতনের কারণ, অনেকের উত্থানেরও কারণ। এ হয়ে উঠবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন" *(লুক ২:৩৪)*। শিশু যিশুকে জেরুশালেমের পবিত্র মন্দিরে উৎসর্গের দিনে বৃদ্ধ ধার্মিক সিমিয়নের এই প্রাবক্তিক বাণী শ্রবণে মারীয়ার মত যোসেফও অনেক কষ্ট পেয়েছেন।

৫ম শোক: "প্রভুর এক দূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন: 'উঠ! শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও, আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থ াক। কারণ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলবার জন্যে শীঘ্রই তাঁর খোঁজ শুরু করবে' *(মথি ২:১৩)*। শিশু যিশুর নিরাপত্তার জন্যে অজানা-অচেনা মিশর দেশে প্রবাসী হওয়া ছিল যোসেফ-মারীয়ার জীবনে একটি অতি বেদনাময় অভিজ্ঞতা।

৬ষ্ঠ শোক: "যোসেফ তখন উঠে শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল-দেশে চলে এলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন যে, আর্খেলাউস তার পিতা হেরোদের জায়গায় এখন যুদেয়ায় রাজত্ব করছেন, তখন তিনি সেখানে যেতে ভয় পেলেন" *(মথি ২:২১-২২)*। ভিন্‌দেশে এক কঠিন প্রবাসী জীবন যাপন শেষে স্বদেশে পিতৃভূমিতে ফিরে এসে পরিবারের সবার জীবন আরেক অত্যাচারীর কবলে বিপন্ন হতে যাচ্ছে দেখে যোসেফ দারুণ কষ্ট অনুভব করেন। কেননা আর্খেলাউস তার পিতা হেরোদের মতই এক অত্যাচারী শাসক ছিলেন। [৭]

৭ম শোক: "তারা আত্মীয়-স্বজন ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁকে কোথাও না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে জেরুশালেমে ফিরে এলেন" *(লুক ২:৪৪-৪৫)*। ঐশ পরিকল্পনায় যে সন্তানকে এত আপন করে নিয়েছেন এবং লাপন-পালন করছেন, তাঁকে হারিয়ে তাঁর স্ত্রী মারীয়ার মত যোসেফও অনেক কষ্ট পেয়েছেন। [৮]

যোসেফের জীবনের সাতটি শোক ছিল মুক্তিদাতা যিশুর মানব-মুক্তি কাজে অংশগ্রহণ করা এবং যিশুর শিষ্য হওয়ার জন্যে তাঁর জীবনের ক্রুশ নিয়ে যিশুর পিছে-পিছে চলা। "ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ ও পালন করা" *(৮:২১)* এবং সপ্তশোকের ক্রুশ বহন করার মধ্যদিয়ে মারীয়া যেমন হয়ে উঠেছিলেন যিশুর প্রথম শিষ্য, তেমনিভাবে যোসেফও হয়ে ওঠেছিলেন যিশুর অন্যতম অগ্রজ ও প্রিয় শিষ্য।

গ্রন্থ সহায়িকা ও পাদটীকা সমূহ:

১। পোপ ফ্রান্সিস, *Patris corde*

২। পোপ ফ্রান্সিস, *Patris corde*

৩। পোপ ফ্রান্সিস, *Patris corde*

৪। Marie Azzarello, CND, *Mary the First Disciple*, (Quezon City: Claretian Publications, 2008), 39-40.

.., Cristo Rey Garcia Paredes, *Mary and the Reign of God* (Quezon City: Claretian Publications, 2006), 66,78.

.., Rene T. Lagaya, *Theology of Vacation* (Quezon City: The Institute of Consecrated Life in Asia, 2007), 78-79.

৫। পোপ ফ্রান্সিস, Patris corde

৬। পোৎপ ১৩শ লিও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'Co-Redemptress' এই শব্দটি ব্যবহার করেন এবং পোপ ১০ম পিউস তিন বার **'Co-redemptrix'** এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-Redemptrix

৭। মঙ্গলবার্তা, পৃষ্ঠা ১৩।

৮। Saint Joseph : Seven Sorrows and Joys of Saint Joseph
https://opusdei.org/en/article/seven-sorrows-and-joys-of-saint-joseph

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১ মনিপুরীপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, ফোন ঃ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪

তারিখ : ০৬ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **''দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ''** এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **২০২০-২০২১** আর্থিক বছরের **ক্লোজিং মাস জুন**। অর্থাৎ জুন মাসে সকল প্রকার লেনদেন প্রধান কার্যালয়সহ সোসাইটির সকল সেবা কেন্দ্রে আগামী ২৬ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট তারিখের পর কোন প্রকার লেন-দেন করা হবে না।

ধন্যবাদান্তে

জন গমেজ
ম্যানেজার, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দি এমসিসিএইচএস লিঃ

বিজ্ঞ - ১৫৮/২১

উপাসনায় বর্তমানে বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

পবিত্র বাইবেল বলছেন "যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন নিয়মমত বীজ বোনা আর ফসল কাটা, ঠান্ডা আর গরম, শীতকাল আর গরমকাল এবং দিন ও রাত হতেই থাকবে" *[আদিপুস্তক: ৮:২২]*। অকৃতজ্ঞ মানবজাতি সৃষ্টিকর্তার বিধান অমান্য করে বারবার পাপের বোঝা বাড়িয়ে তোলার পর আমরা যখন নিজেরা আশরাফুল মুকলুকাত্ বা সৃষ্টির সেরা জীব বলে অহংকার করি, তখনই আমাদের উপর তাঁর ক্রোধ বেড়ে যায়। অন্যায়ের প্রতিবাদে সৃষ্টিকর্তা কখনো কখনো তাঁর সৃষ্ট মানুষের উপর আঘাত হানেন। "যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের পাপের শাস্তি আমি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকি। কিন্তু যারা আমাকে ভালভাসে এবং আমার আদেশ পালন করে, হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত তাদের প্রতি আমার অটল ভালোবাসা থাকবে।" *[দ্বিতীয় বিবরণ: ৫:৯-১০]*।

স্বার্থপর জগৎ মানুষকে নানাভাবে বৈশ্বিয়ক ব্যাপারে আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতির মধ্যদিয়ে মানুষকে বারবার তার সীমা লংঘন করার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে যখন তার কৃত কর্মের ত্রুটি সম্পর্কে বোঝাতে ব্যর্থ হন, তখনই প্রাকৃতিক দূর্যোগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছাপূরণ করার মধ্যদিয়ে অপরাধের বিষয়ে মানবজাতিকে সাবধান করে দেন। ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ দমাতে কখনো কখনো, গণহারে মানুষের প্রাণও ছিনিয়ে নেন। প্রাকৃতিক তাণ্ডবে প্রাণের ভয়ে তখন মানুষ, ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ায়। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করণার্থে প্রভুর কৃপা যাচ্না করে এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। আত্মিক প্রয়োজনে পবিত্র বাইবেলই, ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করার মাধ্যমে আমাদেরকে, ঐশকরুণার কথা শুনিয়ে থাকেন। সীমিত জ্ঞানের মানুষ আত্মিক তাড়নায় সৃষ্টির রহস্য, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তার গন্তব্য সম্পর্কে নির্দেশগুলো খুঁজে বেড়ায়। তাই পবিত্র বাইবেল পাঠ করা, অতি প্রয়োজনীয় একটি সমাধানের মাধ্যম। কারণ, "একমাত্র ঈশ্বরই মৃত্যুর অধীন নন। তিনি এমন আলোতে বাস করেন যেখানে কোন মানুষ যেতে পারে না। কোন মানুষ কোনদিন তাঁকে দেখেওনি দেখতে পায়ও না।" *[তীমথিয়দের কাছে পৌলের প্রথম পত্র: ৬:১৬]*।

বাঙালি জাতির সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ধারার ক্রমবিকাশ ঘটাতে, বাঙালির ইতিহাস বেশ লম্বা (বাইবেল) জেনেও এর চর্চা করতে গিয়ে আমরা নিজেদের জন্য পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়তে সক্ষম হয়েছি। জীবদ্দশায় যারা মাতৃভূমি বাংলাদেশের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার সুযোগ লাভ করেছি, তারা ধন্য এবং নিশ্চয়ই তারা ঈশ্বরের মহান দয়ার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আগ্রহী। নিরক্ষর যুগে আমরা পড়তে জানতাম না বলে বাইবেল পড়ার অনুমতি পেতাম না। কারণ একই ঈশ্বরের নির্দেশ যেন ব্যক্তিগত ভাবনায় আমরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ না পাই। বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ স্বাক্ষরতার অভাবে, নিজ নিজ গণ্ডিবদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক-ব্রাহ্মণ, ভান্তে, মাওলানা, পাদ্রী ও রাব্বিদের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকে আত্মস্থ করে নিজের অজান্তেই আমরা নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসকে অন্যতম, প্রধান এবং একমাত্র সত্য বলে দাবী করার মধ্যদিয়ে, সামাজিক কোন্দল ও সাম্প্রদায়িকতাকে বার বার প্রশ্রয় দিয়েছি। যে কারণে রাজনীতিকগণ সমাজ, দেশ ও জাতিকে প্রতিহিংসার দাবানলে নিক্ষেপ করে বারবার বিশ্ব শান্তি বিনাশ করেছেন। যা রক্ষার্থে আধুনিক সমাজকে কুটনীতিক সম্পর্ক বজায় রেখে একে-অন্যের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা সমুন্নত রেখে বিশ্বসভ্যতা রক্ষা করে চলতে হয়।

আধ্যাত্মিক বিবেচনায় আমরা ধর্ম ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী সঙায় ব্যাখ্যা করে থাকি। বলা হয়ে থাকে ধর্ম সত্যের কথা বলে, আর রাজনীতি মিথ্যাচারে পরিচালিত হয়ে থাকে। মানুষের সৃষ্টি নানা অশান্তি ও উপদ্রব এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে আমরা ধর্মচর্চা করে থাকি। ধর্মচর্চা মানুষের নৈতিকতাকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলে। এমনতর ধারণা করার কারণে শাব্দিক উচ্চারণ থেকে "করোনামহামারী" বিশ্ববাসীকে সভ্যতার বিবর্তনে নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মানুষকে অপসভ্যতার বেড়াজাল ছিন্ন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের পথে চলার লক্ষ্যে, বিশ্ব প্রকৃতি আমাদেরকে করুণাই করেছে, যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আত্মিক দূরত্ব কমিয়ে সব মানুষ, একই স্রষ্টার সৃষ্ট ভাবতে শিখি। তাই মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা, গুরু দোয়ারায় সামাজিক সেতুবন্ধনের ধারা বদলে নিজ গৃহে অবস্থান করেই যেন ঈশ্বরের কাছে উপাসনায় কিছুটা সময় দিয়ে পারি। তাই ঐশবাণী প্রচারে ওয়েবসাইটের নেট ব্যবহার করে, অনেকে সোস্যাল মিডিয়ায় এ্যাপ্ চালু করেছেন। এতে সবাই সবার বিষয়ে জানার ও অভিজ্ঞতা লাভের মতো প্রচুর সুযোগ লাভ করেছেন। প্রৈরিতিক জীবনে প্রচার কর্মসূচি পরিচালনায় আদিকাল থেকেই প্রেরিতদের ব্যাখ্যায় ভিন্নতার সুবাদে, আমাদের সমাজ গৃহের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিলো বটে! "কারণ মার্ক পাম্‌ফুলিয়াতে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে আর কাজ করেননি। তখন পল ও বার্ণবার মধ্যে এমন মতের অমিল হল যে, তাঁরা একে-অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন।" *[পবিত্র বাইবেল: প্রেরিত: ১৫:৩৮-৩৯]*। অব্যাহত দ্বন্দ্বের কারণে অদ্যাবধি বিশ্বমানবতা ঝুঁকিপূর্ণ এক মারাত্মক সময় অতিবাহিত করছে।

প্রেরিতগণের মুখে ঐশবাণী প্রচার করার মাধ্যমে সে যুগের মানুষ দলে দলে খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছেন। প্রেরিত পৌলের বিদগ্ধ ভাষায় প্রচারকালে তিনি প্রশ্ন করেছেন, "রাজা আগ্রিপ্পা আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।" তখন আগ্রিপ্প পলকে বললেন, "তুমি কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে খ্রিস্টিয়ান করবার চেষ্টা করছ? *[প্রেরিত: ২৬:২৭-২৮]* এখানে আমরা পরিস্কার ধারণা পাই, একটি পৌত্তলিকদের মন ফেরাতে যিশু খ্রিস্ট নিজেই তাঁর প্রেরিত শিষ্যদের হাতে দায়িত্ব প্রদান করে গেছেন। একই সাথে তিনি মানুষকে ভালোবেসে তাদের উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন, "আমি আপনাদের সত্যি বলছি, আব্রাহাম জন্মগ্রহণ করার আগে থেকেই আমি আছি।" *[যোহন: ৮:৫৮]*। তিনি নিজে ঈশ্বর তা প্রমাণের জন্যইতো তিনি মানব জাতির উদ্দেশে এ কথা বলেছিলেন। ভূ-মন্ডলের বিভিন্ন এলাকায় যেন ঐশবাণী প্রতিধ্বনিত হয়, হয়তো বা বর্তমান করোনা মহামারীতে সমাজবদ্ধ মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রাণে বাঁচার লক্ষ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন। ধর্মপরায়ণ মানুষ উপাসনালয়ে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলেই হয়তো আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় এনে ধর্মচর্চা করাকে ধর্মাধক্ষ্য ও ব্যবস্থাপকগণ বৈধ করে নিয়েছেন। প্রযুক্তিগতভাবে আকাশ বার্তা সহজ হওয়ায়, বহু প্রচার কর্মী নিজ নিজ পদে বহাল থেকে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বটে! বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী বাণীদীপ্তির পক্ষেও প্রতিবেশী সম্পাদক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু বাণীপ্রচারের দায়িত্ব পালন করে, খ্রিস্টভক্তদের অনুপ্রেরণা দিয়ে সদা জাগ্রত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যিশু সংঘের যাজক ফাদার জন চিন্নাপন সৃজন এস,জে "নবজ্যোতি এ্যাপ্" নামে একটি ওয়েবসাইট

১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

পৃথিবীর অসুখ সারবে কবে! কবে হাসবে শিশু-কিশোররা

বিভুদান বৈরাগী

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ছোট শিশুটি বলছে,''মা কবে সারবে পৃথিবীর অসুখ, আমি কবে স্কুলে যাব, বন্ধুদের সাথে এক সাথে খেলব, প্রাণভরে হাসব''? ছোট অবুঝ শিশুটিও ধরে নিয়েছে পৃথিবীর একটা কিছু হয়েছে; নইলে কেন আমরা স্কুলে যেতে পারছি না? ছোটরা বড়দের কাছ থেকে এতদিনে জেনে নিয়েছে, শুনে নিয়েছে, ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না। কারণ পৃথিবীর একটা কঠিন অসুখ হয়েছে, রোগ হয়েছে; করোনা নামে প্রাণঘাতি মহামারি হয়েছে। শিশু-কিশোর, যুবা-জীবনের এই সময়টা আনন্দ-উচ্ছাস, হাসি-তামাশা, হই-চই, খেলা-ধূলা, স্কুলে যাওয়া, লাফ-ঝাপ, দৌড়া- দৌড়ি করা, আড্ডা মারা, ফূর্তি করা, ঘুরে বেড়ানো-এক কথায় দুরন্তপনা করাই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দময় গতি। এখন জীবন ছন্দহীন, আনন্দহীন, গৃহবন্ধি জীবন; ছন্দময় জীবনে পড়েছে ভাটা। শিশু-কিশোরদের মুখে নেই হাসি। প্রায় ১৫ মাস ধরে বলতে গেলে বিশ্বের কোটি কোটি শিশু, কিশোর ও যুবারা ঘরে বসে আছে, স্কুল-কলেজ, ভার্সিটি সব বন্ধ। করোনা মহামারি থামিয়ে দিয়েছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা; থমকে গেছে পৃথিবী। বিশ্বময় মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক, বিশ্ববাসী আজ স্তম্ভিত-হতভম্ভ। করোনার ভয়াবহতায় বিশ্বব্যাপী থেমে থেমে হচ্ছে লকডাউন। বন্ধ হয়ে যায় গণপরিবহন, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, দোকান-পাট; আকাশে ওড়ে না আগের মত উড়োজাহাজ। জীবন কাটাতে হয় ঘরে বসে। শুধু শিশুরা নয় আজ সারা পৃথিবীর মানুষের মনে একটি জিজ্ঞাসা পৃথিবীর অসুখ সারবে কবে? আমরা কবে ফিরে পাব পূর্বের ন্যায় স্বভাবিক জীবন? কবে তারা প্রাণভরে হাসবে-খেলবে?

করোনাভাইরাস কোভিড-১৯-এই শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত নই, এই ভাইরাসের নাম আগে কখনো শুনিনি। করোনার সাথে আমরা নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হচ্ছি। যেমন লকডাউন, হোম কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন। তবে প্রায় ১৮ মাস হতে চলল আমরা এই শব্দটির সাথে পরিচিত হয়েছি। প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যারা বয়স্ক এবং নিরক্ষর করোনা বলতে পারে না, বলে করুনা রোগ আসছে পৃথিবীতে। যাহোক রোগ গুরুতর হলে করোনা/করুনা কাউকে করুণা করে না; নির্ঘাত মৃত্যু। তবে এটা বুঝতে পারছে বা জেনে গেছে করোনা একটি রোগ-অসুখ; বৈশ্বিক মহামারি, এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে অনেক কষ্ট, অনেক শ্বাসকষ্ট হয়, অক্সিজেন লাগে, এই অসুখ হলে সারাতে অনেক টাকা খরচ হয়। রোগ গুরুতর হলে কিংবা সময়মত অক্সিজেন না পেলে নির্ঘাত মৃত্যু। ইতোমধ্যে করোনার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, অনেক লোক কাজ হারিয়েছে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের লোকদের অবস্থা খারাপ।

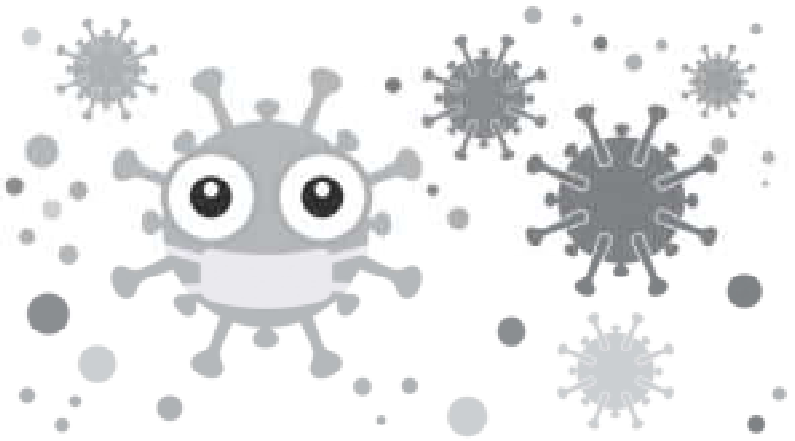

করোনা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ২২.৫.২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৩৪ লক্ষ ৬০হাজার তের জন মানুষের প্রাণহানী হয়েছে। বিশ্বের শক্তিধর দেশ আমেরিকা যেখানে রয়েছে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা সেখানে মৃত্যুবরণ করেছে ৬,০৩,৪০৮জন মানুষ। আমাদের পাশের দেশ ভারতে করোনায় মারা গেছে ২লাখ ৯৫হাজার দুইশত পচিশ জন মানুষ। আমাদের বাংলাদেশে ১২৩৪৮জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে *(তথ্যসূত্র: টিভি নিউজ-যমুনা চ্যানেল)*। কত অশ্রুজল, কত কান্না, কত শোক-তাপ, কত দুঃখ-বেদনা, কত হাহাকার, কত বিষাদ! নীরবে কান্নার শোকে দিন যায় চলে-নীশিতে বালিশ ভেজে প্রিয়জনদের চোখেরই জলে। যেসব পরিবারে প্রধান আয়-রোজগারকারী মৃত্যুবরণ করেছে করোনার নিষ্ঠুর ছোবলে সেসব পরিবারের সদস্যদের কত বেদনা-দুঃখ, থেমে গেছে হাসি-আনন্দের শেষ রেখা; নিভে গেছে চাওয়া-পাওয়া ও আশার প্রদীপ, থমকে গেছে স্বপ্নের জাল বোনা। শোকের পাথর বুকে চেপে কাটাতে হবে তাদের আগামী দিনগুলো। যে সব পরিবারে বাবা কিংবা মা মৃত্যুবরণ করেছে করোনার ছোবলে সেসব পরিবারের ছোট শিশুদের মুখে ফুটবে কি সুখ-আনন্দের হাসি? যে মা অকালে হারিয়েছে তার প্রিয় স্বামীকে সেই মায়ের মুখে কি ফুটবে হাসি? সেই মায়ের যদি থাকে অবুজ সন্তান। এ'সন্তানদের কি বলে সান্ত্বনা দিবে মা? সেই বিধবা মায়ের স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে; বুকফাটা চাপা কষ্ট, শোক তার চির সাথী। কত সংগ্রাম করে তাকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হবে;সন্তানদের আগলে রাখতে হবে, খাওয়া, লেখাপড়া, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচ কিভাবে জোগাড় করবে? স্বজনহারানোর বেদনা, যার যায় সেই বুঝে। বয়সের পূর্ণতায় কিংবা স্বাভাবিক অসুখে ভুগতে-ভুগতে মৃত্যুবরণ করলে এত কষ্ট হয়না, মনকে বুঝ দেয়া যায়। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়ে অক্সিজেনের অভাবে, হাসপাতালে চিকিৎসা সুযোগ পাওয়ার অভাবে মারা গেলে এ কষ্ট, বেদনা সহ্য করা যায় না; মনকে বুঝ দেয়া যায় না। আক্রান্তদের বেঁচে থাকার সে কি করুণ আকুতি! টিভি খবরে দেখলাম একজন মা সকালে সন্তান প্রসব করেছেন, বিকালে করোনায় আকান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ অবুজ শিশুটি দেখতে পেল না মমতাময়ী মায়ের মুখ, পেল না জননীর স্নেহ-ভালবাসা, আদর।

এ কান্না যেন থামছেই না; মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে দিন দিন। প্রতিদিন করোনায় মৃত্যুর খবর আসে কাগজের পাতাভরে, সংবাদ শুনি-দেখি টিভির পর্দা জুড়ে, মননে-চিন্তায় শিহরণ জাগায়, শঙ্কিত হই, ব্যথিত হই, দুঃখপ্রকাশ ও সমবেদনা জানানো ছাড়া কিছুই করার থাকে না। মিডিয়ার গুনে টিভির পর্দায় দেখছি ভারতে শশ্মানে দিন-রাত জ্বলছে চিতার আগুন; লাশ গঙ্গার জলে ফেলে দিচ্ছে। মাছ মরা মানুষ খেয়ে

ভেসে উঠছে। গঙ্গার মাছ কেউ কিনতে চায় না। মাছ বিক্রেতাদেরও দুর্ভোগ। বাংলাদেশেও কবর খুড়তে খুড়তে স্বেচ্ছসেবকারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। প্রিয়জন/স্বজনহারাদের বুকফাটা কান্না, আর্তচিৎকার, শোকের মাতম। এ কান্না কবে বন্ধ হবে হে বিধাতা তুমি বলে দাও! প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস কবে পৃথিবী থেকে নির্মূল হবে, কবে বিদায় হবে পৃথিবীর বুক থেকে? সুখের বিষয় বড় বড়, নামী-দামী ওষুধ কোম্পানীগুলো করোনার টিকা তৈরী করেছে, তবে বিশ্বের সব মানুষকে টিকার আওতায় আনতে অনেক সময় লাগবে। এদিকে করোনাভাইরাস জিন পরিবর্তন করে আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে যা দ্রুত ফুসফুসকে আক্রমন করছে। ছড়িয়ে পড়ছে আফ্রিকান ও ভারতীয় ভ্যারিয়ান্ট; ধরণ পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে প্রায় বার থেকে চৌদ্দ হাজার লোক করোনয় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে, ভাবিয়ে তুলছে বিশ্ববাসীকে, চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের। কথায় বলে-মরার উপর খাড়ার ঘা-ভারতে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, তার উপর কালো ফাংগাস বা ছত্রাক রোগ আক্রমণ করেছে; ইতোমধ্যে ৫ হাজার লোক আকান্ত হয়েছে, ১২৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে।

স্কুল-কলেজসহ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৫ মাস ধরে বন্ধ। ছোট শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বড় শিক্ষার্থী সবাই ঘরে বসা, বলতে গেলে গৃহবন্ধী, বিপদে পড়ে, করোনা রোগের ভয়ে; আর এসময়ে ঘরে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। যদিও সরকার অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার বা পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু সব শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট সুবিধা নেই, বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের। তাদের হাতে নেই এ্যানড্রয়েড মোবাইল, টাকাও লাগে এমবি ভর্তে। অনেকে আবার অনলাইনে ক্লাস করতে আগ্রহী নয় এবং এতে ইন্টারএ্যাকশন হয়না। খেলা-ধূলা, দৌড়-ঝাপ করতে না পারায় অনেক শিশু-কিশোর ও যুবারা মোটা হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বসে থাকতে থাকতে তারা হাফিয়ে উঠছে; শিশুমন চায় বাইরে যেতে, খেলতে, বন্ধুদের সাথে মনের কথা খুলে বলতে, মেলামেশা করতে, বেড়াতে যেতে। শ্রেনীকক্ষে পাঠ গ্রহণে যে আনন্দ, আস্বাদন অনলাইনে তা হয় না। করোনা শিক্ষার্থীদের মনোজগতে, শিক্ষা জীবনে অকল্পনীয় কালো অধ্যায় রচনা করেছে বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাদের ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে, কর্ম জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাদের শারীরিক গঠনে ও মানসিক বিকাশে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জন করা, পরীক্ষা দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বা তুলনামূলক ভাল রেজাল্ট করার যে আনন্দ বা আত্মতুষ্টি-অটোপাশে তা নেই। অন্যদিকে কিশোর-কিশোরীদের বয়ো:সন্ধিকালে ঘরে বসে বসে মোবাইলে ভার্চুয়াল গেমখেলাসহ নানা রকমের জাগতিক মন্দতায় আসক্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। কারণ নেটে অনেক ধরনের বিষয় রয়েছে, উঠতি বয়সে ভালটার চেয়ে মন্দটায় আসক্তি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। যে সব শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট সুবিধা আছে তাদের কেউ কেউ মোবাইলে এতই আসক্তি হয়ে যাচ্ছে; ফলে একগুয়েমি এবং অবাধ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কেউ কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। গ্রামের অনেক স্কুল/কলেজ পড়ুয়া ছেলেরা দির্ঘদিন ঘরে বসে থাকায় এমনভাবে পারিবারিক কাজে/আয়মূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে শেষমেশ শিক্ষা জীবন থেকে ড্রপআউট হওয়াার সম্ভবনা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আবার অনেক মেয়ের ১৮বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কথায় বলে, ''অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা''। ছেলে-মেয়েদের নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে; অনেক কিশোরী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রায়শ; ধর্ষণের ঘটনা ছাপা হচ্ছে। এসবই করোনার নেতিবাচক প্রভাব। স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকায় শ্রেনি কক্ষে ধূলার আস্তরন জমা হয়েছে, খেলার মাঠে ঘাস/দুর্বা গজিয়ে মোটা তাজা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশে চা, আচার-চাটনি এবং ফাস্টফুডের দোকানগুলোর প্রধান খরিদ্দার ছিল শিক্ষার্থীগণ, তারা না থ াকায় তাদের ব্যবসায়ও মন্দা দেখা দিয়েছে। এমনিতে মানুষের সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয় তার ওপর বাড়তি খরচ, মাস্ক ও হ্যান্ড সেনিটাইজার কিনতে হয়। ঘরের বাইরে গেলেই সকলের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক, শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের জন্যই মাস্ক লাগে, ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয়, এগুলো বাড়তি খরচ যোগ হয়েছে। সিডিপি অক্সফামের জরিপ অনুযায়ী করোনা মহামারিতে গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এ বছরে এই সময়ে ৮৬ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে। আবার অনেকে ঋণ করেছে; কেউ কেউ সম্পদ বিক্রি করেছে। *(তথ্য সূত্র: আমাদের সময়, ৬ মে ২০২১)*।

সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবাদিতে নেই আনন্দ উচ্ছাস, হাসি-ঠাট্টা, অনেক সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যায় না; অনুষ্ঠান করলেও ছোট পরিসরে করতে হচ্ছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করোনার কারণে বন্ধ, রমনার বটমূলে হয় না বৈশাখী মেলা। প্রিয়জনদের সাথে করা যায় না কোলাকুলি, করমর্দন, সরকারী বড় বড় মিটিং, সেমিনার হয় ভার্চুয়ালি। জীবন-জীবিকার তাগিদে ঘরের বাইরে যেতে হয়। যাদের ছোট-বড়, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী আছে, মাস শেষে তারা নির্দিষ্ট বেতন পায়; কিন্তু যাদের নির্দিষ্ট কাজ নেই, ছোট ব্যবসা, হকারি, যারা দিনমজুর দিন আনে দিন খায় এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। লক ডাউনে গণপরিবহন বন্ধ, পরিবহন শ্রমিকদের কাজ নেই; সংসার চালাতে তাদের কত কষ্ট-এমনই চিত্র দেখলাম টিভি সংবাদে। এই শ্রেণি লোকদের কত কষ্ট, ঘরে নেই পূর্বের ন্যায় সুখ-আনন্দ, হাসি-তামসা; আছে হতাশা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভাবনা-চিন্তা; শুধু সে দিনের অপেক্ষা, কবে করোনা নির্মূল হবে, কবে করোনাভাইরাস ধ্বংস হবে, কবে ফিরে আসবে স্বভাবিক অবস্থা। সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ, উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠায় দিন গুনে, স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাশায় চেয়ে আছে সম্মুখপানে, কবে করোনা আর থাকবে না। শিশু, কিশোর-কিশোরীরা আবার কবে দল বেধে স্কুল/কলেজে যাবে, পরস্পর জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে হাসবে-খেলবে, হই-হুল্লোড় করবে? সেই শুভ সংবাদ শোনার অপেক্ষায় রইলাম। তবে করোনাকালে একটাই সতর্কবাণী, ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন। ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন, ঘন-ঘন সাবান দিয়ে ধুন-সুস্থ থাকুন। সৃষ্টিকর্তার কাছে আকুল প্রার্থনা বিশ্বমায়ের অসুখ (করোনা) সারিয়ে দাও, সন্তানদের প্রাণভরে হাসাতে দাও প্রভু।

উপাসনায় বর্তমানে বিকল্প ...
১৩ পৃষ্ঠার পর

চালু করে, তাঁরই দায়িত্বে সংগঠিত ঐশকরুণা ধারা প্রার্থনা সেবীদের ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৮:৩০ মিনিটে নিয়মিত বাইবেল পাঠ, আরাধনা, রোজারিমালা ও আলোচনা সভা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ঘরে বসে আপনিও আত্মিক শান্তি লাভ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রধান মাননীয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ও এমআই নতুন প্রকল্পটির উদ্বোধনকালে, সহজ-সরল ভাষায় বাংলা জানা সকল খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশে বলেছেন, "ঈশ্বরের বাণী অনেক মূল্যবান। ঈশ্বরের বাণী অতি শক্তিশালী। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা এ শক্তি লাভ করতে পারি। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে একাত্ম ঘোষণা করতে পারি। তাই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে আমরা ঈশ্বরের আর্শীবাদ ও শক্তি লাভ করতে পারি। এ শক্তিকে কাজে লাগাতে সন্ধ্যায় আমরা পারিবারিক জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে শক্তি অর্জন করতে পারি। খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার পূর্বে বাণী পাঠ ও শ্রবণ করে আমরা ঐশশক্তি লাভ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি।" তাই মণ্ডলীভুক্ত খ্রিস্টভক্তগণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও নবজ্যোতি এ্যাপকে ব্যবহার করে আত্মিক মূল্যায়ন ও উন্নয়নে আত্ম নিবেদন করতে পারি বলে আমারও বিশ্বাস। জয় যিশু।

স্মৃতিময় শৈশব

সুমি ক্লডিয়া রোজারিও

আগের স্মৃতিগুলো খুবই মনে পড়ছে। শৈশবের সেই স্মৃতিময় দিনগুলো এখন আবার খুব বেশি করে দোলা দিচ্ছে মনে। এখনও মনে হয় সেই গন্ধ নাকে লাগছে। ছোটবেলায় যখন স্কুলে যেতাম বর্ষাকালে চারিদিকে অথৈ পানি। রাস্তার দু'পাশে সব জমিতে পানি আর পানি। পাটের দিনে চাষীরা পাট কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখত। সেই পাটগুলো পানিতে ভিজে একটা গন্ধ তৈরি হত। সে গন্ধটা তখন ভাল লাগত না। কেমন যেন পঁচা মনে হত। কিন্তু এখন কেন যেন সেই গন্ধটা নাকে এসে লাগছে আর খুব ভাল লাগছে। এরকম শুধু ভেজা পাটের গন্ধ নয় আরও অনেক ঘটনা, অনেক বিষয় ছিল যা এখন খুব মিস করি। মনে হয় আগে কি সুন্দর দিন কাটাতাম! পড়ালেখা কোনরকম শেষ করে মাথায় ছিল শুধু খেলার চিন্তা। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা সবাই মিলে খেলার মজাই ছিল অন্যরকম। শৈশব মানেই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বন্ধুদের সাথে খেলতে যাওয়া। কত রকমের খেলা! কানামাছি, লুকোচুরি, রান্নাবাটি, মার্বেল, গোল্লাছুট, বউচি, সাতচারা, ডাংগুলি, লুডু, ক্যারাম আরও কত কি খেলা।

খেলার পাশাপাশি বড়দের কাজে সহায়তা করাও ছিল খুবই আনন্দের। পালা করে ফসলের ক্ষেতে নিয়ম করে পানি দেওয়া। মইয়ের পিছনে ওঠে ক্ষেত চাষে সাহায্য করা। ক্ষেতের আইল ধরে সকলের হেঁটে চলা, ঘুরে বেড়ানো। ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারটা ছিল দারুণ। খোলা আকাশের নিচে নাটাই নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, সে কি মজা! শুধু কি খেলাধুলা? সেই সাথে যোগ হত চড়ুইভাতি খেলা। খোলা জায়গায় ইটের চুলা বানিয়ে তাতে চাল, ডালের খিচুরি, আলু ভর্তা আর ডিম ভুনা। এছাড়াও নানা রকম ভর্তা খাওয়ার ধুম পড়ে যেত।

গ্রীষ্মের দুপুরে প্রখর রোদে আম ভর্তা, জাম ভর্তা, জাম্বুরা ভর্তা, তেঁতুল ভর্তা আরও নানা পদের ভর্তা। জিভে যেন জল এসে যাচ্ছে। ভর্তা বানিয়ে কলাপাতায় করে খাওয়ার বিষয়টা খুব ভাল লাগত। দুপুরবেলা বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে সাঁতার কাটতে যাওয়ার মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চার ছিল। স্কুলে যাওয়া আসার ব্যাপারটা ছিল আরও মজার। বন্ধুরা সবাই মিলে খালি পায়ে হেঁটে স্কুলে যাওয়া আসা করা হত। বৃষ্টির দিনে স্কুলে যাওয়া আসার সময় কাঁদামাটিতে দুষ্টুমি করার মজা ছিল অন্যরকম।

সেই সময় ঘরে ঘরে টিভি ছিল না। পাড়ার সকলে মিলে একসাথে টিভি দেখা হত। সপ্তাহে একদিন বিটিভিতে বাংলা সিনেমা দেখার জন্য কত আগ্রহ নিয়ে বসে থাকতাম। সিনেমা দেখার জন্য কত প্রস্তুতি চলত। যার যা কাজ আছে সব আগে আগে করে ফেলতাম যেন সিনেমা দেখায় দেরি না করে ফেলি। বিশ্বকাপ খেলার সময়ও একই অবস্থা। দিনের ম্যাচ কিংবা রাতের ম্যাচ যাই হোক না কেন দেখবে সবাই একসাথে। সে যেন এক মিলনমেলা, উৎসবমুখর পরিবেশ। তখন আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশিদের সাথে সবার সুসম্পর্ক ছিল। ঝগড়া ছিল না তা নয়। ঝগড়া হত আবার মিলেও যেত। কারণ তখনকার মানুষ বর্তমানের মত এতটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ছিল না। সবার সবকিছু ছিল না। তাই কোন কিছুর প্রয়োজন হলে অন্যের কাছে যেতেই হত। এতে করে সম্পর্কটাও ঠিক থাকত।

এখন আমাদের সবার প্রয়োজনীয় সবকিছু আছে। কারো কাছে যেতে হয় না। এমন কি একই ঘরে বসে যে যার মত মোবাইল, টিভি, ল্যাপটপ, কম্পিউটার চালাচ্ছে। কারো সাথে কারও কোন কথা নেই। যদিও বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়, যোগাযোগ বেড়েছে দ্রুতগতিতে কিন্তু সেই আন্তরিকতাপূর্ণ যোগাযোগ এখন আর নেই। সবই কেমন যেন বাণিজ্যিক হয়ে গেছে। তাই বড় বেশি মনে পড়ে সেই সব দিনগুলোর কথা। কদম ফুল, হিজল ফুলের গন্ধ এখনও যেন পাই। হিজল ফুলের মালা দিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলার কথা খুব মনে পড়ে। আগে প্রকৃতির পালা বদলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা ছিল খুবই গভীর। গাছের পাতার নাড়াচাড়া, পাখির কলতান শুনলে বুঝতে পারতাম কোন ঋতু চলছে। বাতাসে গাছের পাতার দোল খাওয়া দেখলে বোঝা যেত এটা কি বর্ষার না শীতের হাওয়া। আসলে দিন যায় কথা থাকে। তাই আগের দিন চলে গেলেও সেই সব স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা ঠিকই মনে গেঁথে আছে।

এখনকার ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করি। প্রযুক্তির উন্নয়নে তারা সকল আধুনিকতার ছোঁয়া পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু সবই যেন যান্ত্রিক; ইট, কাঠ, পাথরের। আমাদের মত এ সব ছেলেমেয়েরাও খেলা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তারাও আমাদের মত লুডু, ক্যারাম খেলে। তবে সে খেলা হল যন্ত্রের সাহায্যে। মোবাইল, কম্পিউটার ব্যবহার করে তারা লুডু, ক্যারামের সাথে পাবজি, ফ্রি ফায়ার ইত্যাদি নানা খেলা যাকে গেইম বলে তা খেলে থাকে। এসব খেলায় ব্যক্তিগত আনন্দ হয়তো ঠিকই রয়েছে কিন্তু সকলের একত্রিত আনন্দটার উপস্থিতি এখানে কম। সবই আছে কিন্তু কি যেন নেই? এই কি নেই বিষয়টির অভাববোধ থেকেই আরও বেশি মনে পড়ে শৈশবের সেই দিনের কথা। মনে হয় যদি ফিরে পেতাম আগের সেই মধুর দিনগুলো। তাই বার বার মনে হয় আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম !

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

উন্নয়ন ভাবনা

২৭

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

‘লাউদাতো সি’ অ্যাকশন প্লাটফর্ম

১. ‘লাউদাতো সি সপ্তাহ-২০২১’ (মে ১৬-২৫, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) এর সমাপ্তি দিবসে মে ২৫, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তরের প্রধান কার্ডিনাল পিটার টার্কসন সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণে আগামী ৭ বছর সময়কে **“লাউদাতো সি” অ্যাকশন প্লাটফর্ম”** (Laudato Si Action Platform-LSAP) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কার্ডিনাল মহোদয় বলেছেন- ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রটি প্রকাশিত হওয়া থেকে আজ ছয় বছর অবধি জগতের ও দীনদরিদ্রদের আর্তনাদ দিন দিন আমাদের কাছে আরও হৃদয় বিদারক হয়ে উঠেছে। আমাদের বিজ্ঞানী এবং তরুনদের বার্তা ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বেগজনক- **‘আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছি।’**

২. ‘লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ বহুমাত্রিক সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়ে সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে সাত বছরের যাত্রা। কার্ডিনাল বলেছেন- এই সাতটি বছর হবে সক্রিয় কর্মসূচিভিত্তিক একটি যাত্রা, তবে এখন আগের চেয়ে আরো বিস্তর কাজ করার সময়; সুনির্দিষ্ট বহুমাত্রিক সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণের সময় এখনই। কার্ডিনাল মহোদয় ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রটির সাতটি লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেছেন- **(ক)** জগতের আর্তনাদে আমাদের সাড়াদান অর্থাৎ পৃথিবী নামক বাগানটি চাষ করা, যত্ন নেওয়া, তত্ত্বাবধান করা, সুরক্ষা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা *(আদি ২:১৫)*; **(খ)** দীনদরিদ্রদের কান্নায় আমাদের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ আমরা সকলে মিলে একটি মাত্র মানবপরিবার, অভিন্ন বসতবাটিতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে তা অনুধাবন করা; **(গ)** পরিবেশগত অর্থনীতি অর্থাৎ আরও ন্যায়-সঙ্গত, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনীতি হতে হবে যা কাউকে পিছনে ফেলে রাখে না; **(ঘ)** সরল জীবনযাত্রা গ্রহণ অর্থাৎ সহজ সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে জগতের বেদনাদায়ক বিষয়সমূহে সচেতন হওয়া ও নিরাময়ের উদ্যোগ নেওয়া; **(ঙ)** পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা অর্থাৎ পরিবেশগত সচেতনতা এবং কর্মকাণ্ড তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণ ও চেতনায়নমূলক শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা; **(চ)** পরিবেশগত আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনে গভীরভাবে অনুধাবন করা যে মানবজীবন তিনটি সম্পর্কযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যথা- ঈশ্বরের সঙ্গে, আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে এবং পৃথিবীর সঙ্গে; সুতরাং সৃষ্টি-কেন্দ্রিক উপাসনা উদ্‌যাপনকে উৎসাহিত করা এবং পরিবেশগত ধর্মশিক্ষা, প্রার্থনা, নির্জনধ্যান ও মানব গঠন কার্যক্রম আয়োজন করা এবং **(ছ)** সমদায়িত্ববোধ প্রেরণায় অংশগ্রহণমূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা। পত্রটির মৌলিক অনুপ্রেরণায় আমাদের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৩. এ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এক

বার্তায় জোর দিয়ে বলেছেন- আসুন, একসাথে কাজ করি, কেবলমাত্র আমরা এইভাবেই আমাদের ভবিষ্যতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও টেকসই ধরিত্রী গড়তে সক্ষম হবো, এটাই আমাদের আশা। পোপ মহোদয় বার্তায় অভিন্ন বসতবাটির যত্নের তাঁর আবেদনটি পুনর্বিকরণস্থ বলেন- আসুন আমরা আমাদের মাতৃভূমির যত্ন নিতে এগিয়ে আসি; আসুন, আমাদেরকে সম্পদের শিকারী করে তোলে এমন স্বার্থপর প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠি; আসুন, পৃথিবী এবং সৃষ্টির উপহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই; আসুন, আমরা এমন একটি জীবনযাত্রা এবং এমন একটি সমাজের উদ্বোধন করি যা শেষ পর্যন্ত পরিবেশ বান্ধব ও পরিবেশ-টেকসই হয়। সবার জন্য আরও একটি সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দিতে আমাদের সুযোগ রয়েছে। পিতা ঈশ্বরের নিকট থেকে আমরা একটি সুন্দর বাগান পেয়েছি, আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা একটি মরুভূমি রেখে যেতে পারি না।” তিনি সকলকে এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান বিশেষত- পরিবার, ধর্মপল্লী, ডাইয়োসিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, খামার, সংগঠন, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে জড়িত হওয়ার আহ্বান জানান।

৪. বিশেষত বিগত ‘লাউদাতো সি বছর’ (মে, ২০২০ - মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) এ ৭০০,০০০ গাছ লাগানোর উদ্যোগের জন্য কার্ডিনাল টার্কসন এ সময় বাংলাদেশের কাথলিক খ্রিস্টভক্তগণের প্রশংসা করেছেন। ভাতিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তর আগামী ৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এর পর্বদিবসে ‘লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ এর কর্মসূচি উদ্বোধন করবে এবং এ সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে, পরিবার, ধর্মপল্লী, পালকীয় সেবা কমিশনসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোস্টেল, সেমিনারী, ব্রাদার হাউজ, সিস্টারদের কনভেন্ট, সংগঠন, ক্রেডিট ইউনিয়ন, সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং দলগতভাবে নিজেদের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে আহ্বান করছে যেন একই দিনে আমরা একযুগে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করতে পারি।

৫. করোনাভাইরাস মহামারির এ অবরুদ্ধ সময়ে নিজের অবস্থানে থেকে আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার জন্য কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণভাবে ‘লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ কর্মপ্রক্রিয়ায় জড়িত হতে পরিকল্পনা করতে পারি। ধরিত্রীর যত্ন নেওয়া, তত্ত্বাবধান করা, সুরক্ষা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমরা সবাই যার যার নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, আত্মনিয়োগ ও মেধা অনুসারে জড়িত হয়ে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হিসেবে সহযোগিতা করতে পারি *(অনু. লা. সি. ১৪)*। আসুন, ধরিত্রীর নিরাময়ে ভাতিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তরের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে আগামী ৭ বছর সময় সক্রিয়ভাবে সাথে থাকি। আসুন, একসাথে, একত্রে আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ অবিরত চালিয়ে যাই; **‘আমরা সবুজ, আমরা সুন্দর’** থাকি।

সততা এবং অহংকার

হেমন্ত ফ্রান্সিস মাংসাং

২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারী। ফ্রান্সিস বড়দিনের ছুটি শেষে ময়মনসিংহের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল। নেত্রকোনার সিএনজি স্টেশনে একজন লোক ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞাসা করল,"বাবা, কোথায় থাক?" ফ্রান্সিস উত্তরে বলল, "ময়মনসিংহের ভাটিকাশরের বিশপস হাউসে"। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লোকটি বললো, "ও তুমি খ্রিস্টান ? আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। সে টাউনহলে থাকে, চরপাড়া থেকে অটো ধরে দিলেই হবে। সেখান থেকে সে একাই যেতে পারবে।" মেয়েটি আসলো এবং একসাথে যাত্রা শুরু করলো। পরিচয়ও হয়ে গেল। মেয়েটির নাম সুমাইয়া আক্তার সিমু, আনন্দমোহন কলেজে পড়ে। তার বাবা কারিতাসে চাকরি করে। কথার ফাঁকে সুমাইয়া তার এক বান্ধবীর গল্প বলল, যার নাম ফারজানা এবং তার বাবা একজন রিক্সাচালক। সে কলেজের সবাইকে বলতো তার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার। ফারজানা বাবার কাছ থেকে বেশি করে টাকা চাইতো যেনো কেউ সন্দেহ না করে এবং জানতে পারে যে, সে ইঞ্জিনিয়ারেরই মেয়ে। তার বাবাও যা রোজগার করতেন সবই দিয়ে দিতেন। তার বাবা নিজে এসে টাকা এবং খাওয়া দিয়ে যেতেন। বান্ধবীরা জিজ্ঞাসা করতো,"লোকটি কে?" ফারজানা বলতো, আমাদের কাজের লোক কারণ

আমার বাবা অনেক ব্যস্ত সময় পার করেন। সেই লোকটি যে তার বাবা, কোনোদিনও স্বীকার করেনি। শুধুমাত্র আত্মসম্মানের কারণে। অন্যরা যদি জানতে পারে যে, সে একজন রিক্সাচলকের মেয়ে, তাহলেতো সম্মানহানি হয়ে যাবে। একদিন কলেজ কর্তৃপক্ষ এক মিটিং এর আয়োজন করলেন। সেদিন সবার অভিভাবকের উপস্থিত থাকতে হবে। মিটিংয়ের দিন সবার অভিভাবক এসে পড়লো কিন্তু ফারজানার বাবা আসেন নাই। ফারজানাতো মহাখুশি কারণ তার বাবার পরিচয় কেউ জানবে না। কিছুক্ষণ পর ফারজানার বাবা চলে আসলেন। দেরী হয়েছে কারণ কাজ ছাড়া সংসার চলে না। এদিকে মেয়ের পড়াশুনার ভার বহন করতে হয়। এখন ফারজানা কী করবে? সবারইতো পরিচয় দিতে হবে। পরিচয় হয়ে গেল আর সবাই জানতে পারলো যে সেই রিক্সাচালক ফারজানার বাবা। বান্ধবীরা সবাই আশ্চর্য হয়ে পড়লো," তাদের বান্ধবী এত বড় মিথ্যাবাদি!" ফারজানার বাবাও হতবাক হয়ে পড়ে গেলেন যখন জানতে পারলেন যে, তার মেয়ে তাকে অস্বীকার করেছে। বেঁচে থাকলেও চিরতরে হারিয়ে গেছে কাজ করার ক্ষমতা। কলেজে পড়াশুনা করা ফারজানার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রথম কারণ অর্থের অভাব, দ্বিতীয়ত লজ্জা বা মিথ্যা বলার প্রভাব। সুমাইয়া ফ্রান্সিসকে বললো, "জানো ভাইয়া, সত্য চাপা থাকে না। আর অহংকারের পতন ঘটে। অহংকার বাপকেও অস্বীকার করে। এভাবে গল্প করতে করতে ময়মনসিংহ স্টেশনে এসে পৌঁছলো। অটো ভাড়া করে স্টেশন থেকে সোজা চরপাড়ায়। অথচ ফ্রান্সিস থাকে চরপাড়ার কত আগে। কিন্তু তার লক্ষ্য হচ্ছে তার হাতে থাকা দায়িত্ব সৎভাবে সম্পন্ন করা। চরপাড়ায়, টাউনহলের অটোতে সুমাইয়কে উঠিয়ে নিজে ফিরে আসলো ভাটিকাশরে(যেখানে ফ্রান্সিস থাকে)। যাওয়ার আগে সুমাইয়া ফ্রান্সিসকে বললো "ভাইয়া, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনি বাবার কথা রেখেছেন। ভাল থাইকেন।" ফ্রান্সিস শান্তি ভরা অন্তর নিয়ে ফিরে এলো।

মূলশিক্ষা : ফারজানার কাজে অহংকারের প্রকাশ, যার পতন ঘটে। আর সততার প্রকাশ ফ্রান্সিসের কর্মে। যা শান্তি আনয়ন করে।

জপমালা রাণীর ধর্মপল্লী হাসনাবাদে

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সচেতনামূলক সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা : "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে খ্রিস্টীয় জীবন গঠন, শিক্ষার অপরিহার্যতা ও ক্যারিয়ার ভাবনা" এই মূলসুরের উপর ভিত্তি করে, বিগত ১৮ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রোজ মঙ্গলবার জপমালা রাণীর গির্জা হাসনাবাদে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ৮ম শ্রেণী হতে ১২ শ্রেণী পযর্ন্ত অধ্যায়নরত ৫৯জন খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক শিক্ষা-সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মন, পালকীয় পরিষদের সহ-সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণ এবং বান্দুরা হলিক্রশ উচ্চ বিদ্যালয় এণ্ড কলেজ এবং সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এণ্ড কলেজের প্রিন্সিপালসহ অনেক জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে প্রার্থনা এবং বান্দুরা হলিক্রশ বিদ্যালয় এণ্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমার শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু করা হয়। এরপর ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ "বর্তমান বাস্তবতায় খ্রিস্টীয় জীবন চর্চা ও জীবন গঠন" এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি। তিনি তার বক্তব্যে "শিক্ষার অপরিহার্যতা ও ক্যারিয়ার ভাবনা" নিয়ে অর্থপূর্ণ সহভাগিতা রাখেন। ব্রাদার তার বক্তব্যে, "Dream and Act Today For a Brighter Tomorrow" এই মূলসুরের উপরও অনেক সুন্দর উপস্থাপনা পরিবেশন করেন। পরিশেষে পাল-পুরোহিতের ধন্যবাদমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সেমিনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সেবাকালে সদস্যদের বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে ঢাকা ক্রেডিট

সুমন কোড়াইয়া : দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) সেবা কালের উদ্বোধন করা হলো ১ জুন। চলবে ২৬ জুন পর্যন্ত। এই সময় খেলাপি ঋণ এককালীন পরিশোধে শতভাগ জরিমানা মওকুফ করাসহ বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছে সমবায় প্রতিষ্ঠানটি।

সমিতির হল রুমে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস ও সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া।

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে অনেক সদস্য কর্মহীন ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছেন। ফলে অনেক সদস্যই ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছেন। তাই সদস্যরা যেন এই সংকটময় অবস্থা থেকে বের হতে পারে তার কথা বিবেচনা করে যারা খেলাপি ঋণ পরিশোধ করবেন, তাঁদের বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এই সেবাকালে, বলেন সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন টমাস রোজারিও।

তিনি উল্লেখ করেন, সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে খেলাপি ঋণ এককালীন পরিশোধে ১০০% জরিমানা মওকুফ করা, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের টাকা এককালীন পরিশোধ করলে ১০০% ঋণের জরিমানা ও সুদের সর্বোচ্চ ২০% মওকুফ করা, করোনা চলাকালীন সময়ে (মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে) যারা কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন তারা একটি কিস্তি পরিশোধ করলে তাদের ১০০% জরিমানা মওকুফ করা। এছাড়া কার্ড সিস্টেমের ঋণ পরিশোধের সুবিধা গ্রহণকারীগণ ফ্রিজ করা বকেয়া সুদ ও জরিমানা এককালীন পরিশোধ করলে তার গৃহিত ঋণটি রিসিডিউল করা হবে এবং জামিনদারগণ সুবিধা, ১২ মাস বা তদুর্ধ্ব খেলাপি ঋণের ৩ মাসের কিস্তি ও সমুদয় সুদ পরিশোধ করলে ৫০% জরিমানা মওকুফ করা। খেলাপি ঋণ পুনতফশীল করলে ৫০% জরিমানা মওকুফ করা হবে, যা শেষ কিস্তিতে সমন্বয় করা এবং খেলাপি ঋণে বকেয়া সুদ ও জরিমানা ফ্রিজ করে রেখে চলতি মাসের সুদ ও সদস্যদের সামর্থ অনুসারে কিস্তি প্রদান করা যাবে।

সেবাকাল উপলক্ষে অন্যান্য সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে সেবা কাল-২০২১ চলাকালীন সময়ে যে সকল সদস্য পিবিএস (পেনশন বেনিফিট স্কীম) হিসাব চালু করবেন তাদের প্রত্যেককে একটি মগ উপহার প্রদান করা হবে, সেবা কাল-২০২১ চলাকালীন সময়ে সর্বনিম্ন ৪ বার (বিভিন্ন দিনে) এটিএম সেবা গ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে থেকে লটারীর মাধ্যমে ৫ জন সদস্যকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং সেবা কাল-২০২১ চলাকালীন সময়ে যে কোন ডিপোজিটের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করা হলে তার সুদ প্রচলিত সুদ থেকে ০.৫% কম হবে।

সমিতির প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, এই বছর সেবাকালে ঢাকা ক্রেডিটের নিয়মিত সদস্যদের উপহার দেওয়া হবে। তিনি সদস্যদের সেবাকালের সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানান।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও বলেন, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গুণগতমানের সেবা বৃদ্ধি করার জন্য সেবাকাল বা সেবা সপ্তাহ পালন করে। সেই লক্ষ্যে ২০০৮ সন থেকে ঢাকা ক্রেডিটের সেবাকাল বা সেবাপক্ষ পালন করছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঢাকা ক্রেডিটের কর্মকর্তা ও কর্মীরা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, সেবাকালে সদস্যদের আরও ভালো সেবা প্রদান করা হবে এবং সমিতির ঋণখেলাপি রোধে কর্মকাণ্ড জোরদার করা হবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের, ট্রেজারার পিটার রতন কোড়াইয়া, প্রাক্তন ম্যানেজার নিপুন সাংমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন টমাস রোজারিওসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীরা।

জাফলং ধর্মপল্লীর মোকাম পুঞ্জির প্রতিপালকের পর্ব পালন

মেলকম খংলা : গত ২ মে রবিবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্রাত্মার পর্ব দিবসে জাফলং ধর্মপল্লীর মোকামপুঞ্জির প্রতিপালক সাধু ইউজিন ডি' মাজেনড এর পর্ব পালন করা হয়। পর্ব পালন এর পূর্বে ৯ দিন আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ৪৬ জন অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এই পর্ব পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় বিকাল ৫ টায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। খ্রিস্টযাগে বিশেষ করে মোকাম পুঞ্জির সবার জন্য এবং করোনা মহামারী নিরসনের প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগে ফাদার বলেন- আজকে হল মণ্ডলীতে সবচেয়ে বড় পর্ব পঞ্চাশওমী পর্ব। আজ হল মণ্ডলীর জন্মদিন। আজকের দিনে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে। যারা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল তারা সাহসী হয়ে উঠেছে।

আমাদের জীবনে দুটো শক্তি বিদ্যমান ভাল শক্তি ও মন্দ শক্তি। কোন শক্তিকে আমাদের মধ্যে কাজ করতে দেই তা আমাদের উপর নির্ভর করে। সাধু ইউজিন ডি' মাজেনড যিনি আমাদের এই উপধর্মপল্লীর প্রতিপালক তিনি ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন। তার জীবনে পবিত্র আত্মা কাজ করেছে। তাই তো তিনি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। পবিত্র আত্মার দান ও ফল তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে কাজ করেছে। তিনি যাজক হয়েছেন। অবলেট ফাদার সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করেছেন। ঐশরাজ্য বিস্তার কাজকে এগিয়ে নিয়েছেন। ফাদার বাস্তবতার আলোকে পবিত্র আত্মার অবতরণ এবং সাধু ইউজিন ডি' মাজেনড এর বিষয়ে অনেক সুন্দর বাস্তবসম্মত যুগোপযোগি উপদেশ প্রদান করেন। যা সবাইকে স্পর্শ করেছে, আলোকিত করেছে। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার সবাইকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ জানান। স্টিফেন বাড়ৈ পুঞ্জির পক্ষ থেকে ফাদারকে বিশেষ করে যারা এই পর্বে আনন্দের অংশী হয়েছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানান। খ্রিস্টযাগের পরে সান্ধ্যভোজের মধ্যদিয়ে সন্ধ্যা ৭টায় সমাপ্ত হয়।

ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে শিশুদের জন্য খ্রিস্টীয় গঠনমূলক সেমিনার

সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ : ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ২৯ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ "আমরা শিশু আমরা যাত্রী, যিশুর পথে চলো হাঁটি" উক্ত মূলসুরের আলোকে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে এক গঠনমূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উক্ত ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনকে ধন্যবাদ জানান শিশুদের জন্যে এই সেমিনারের আয়োজন করার জন্য। তিনি বলেন, আজ যারা শিশু, তারা ভবিষৎতের যুব সমাজ। তারাই সমাজে আগামীর নেতৃত্ব দিবে, তাই তাদের মধ্যে এই শিশুকাল থেকেই নেতৃত্বের শিক্ষা লাভ করতে হবে। সেই নেতৃত্ব হবে খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব আর খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব শিখতে হলে খ্রিস্টকে জানতে হবে এবং খ্রিস্টের সাথে যাত্রা করতে হবে। আমার বিশ্বাস, এই সেমিনার থেকে শিশুরা সেই শিক্ষা লাভ করবে। তিনি উক্ত সেমিনারের সফলতা কামনা করেন। এরপর বিশ্বের সকল শিশুদের মঙ্গল কামনায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন যুবসমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। তিনি উপদেশে বলেন, শিশুমঙ্গল হল লাভ করার সময়, ভাল কিছু লাভ করলে আমি লাভবান হই, আর যদি মন্দ কিছু লাভ করলে ক্ষতিগ্রস্থ হই। আমরা যেন যিশুকে বন্ধু হিসাবে লাভ করি আর এইভাবে সুন্দর মানুষ হতে পারি। যারা সৎসঙ্গ লাভ করে তারা স্বর্গেবাস করতে পারে। যিশু তাঁর শিক্ষায় শিশুদের সরল জীবন-যাপন, মনোভাব এর উপর স্বর্গরাজ্য লাভের একটি মানদণ্ড হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উপদেশে তিনি আরও বলেন যে, আমরা তখনই ভালো শিশু হয়ে উঠি যখন আমরা যিশুকে আমাদের বন্ধু করি, তাঁর সাথে যাত্রা করি। তিনি সকল শিশুকে যিশুর পথে চলতে উৎসাহিত করেন।

এরপর মূলসুরের উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন ফাদার প্রলয় ক্রুজ। তিনি বিভিন্ন ভিডিও চিত্র সংবলিত তার সাবলীল উপস্থাপনায় শিশুরা কিভাবে মণ্ডলীর বিভিন্ন সংস্কারের গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে যিশুর

সাথে ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী হতে পারে সেই বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন। উপস্থাপনা শেষে মুক্তালোচনায় শিশুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পরিশেষে ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার শিশির কোড়াইয়া ঢাকা যুব কমিশনকে এই সেমিনার আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। কমিশনের সেক্রেটারী সিস্টার আন্না মারীয়া, এসএমআরএ উক্ত সেমিনার যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উক্ত সেমিনারে ৪ জন যাজক, ৩ জন সিস্টার, ও ১৫ জন এনিমেটর, ১৩১ শিশুসহ সর্বমোট ১৫৩ অংশগ্রহণ করেন।

শুলপুর ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

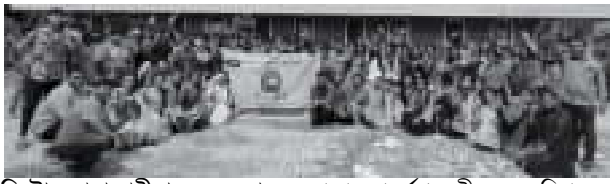

সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ : ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ০২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ "যুব জীবনে খ্রিস্ট শিক্ষা ও খ্রিস্ট সাক্ষ্য" উক্ত মূলসুরের আলোকে শুলপুর ধর্মপল্লীতে এক যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উক্ত ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার লিন্টু কস্তা সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, করোনার কারণে অনেক দিন পরে হলেও আজ অনেকে সমবেত হয়েছ এটা খুবই আনন্দের বিষয়। খ্রিস্টান হিসাবে খ্রিস্টকে জানা এবং জীবন সাক্ষ্যে তা বাস্তব করা আমাদের অবশ্যয় পালনীয় কর্তব্য। তিনি সবাইকে সচেতন করিয়ে দিয়ে বলেন, যুবারা যেন জাগতিকতায় মোহবিষ্ট না হয়ে বরং জীবনে খ্রিস্টের আদর্শ ধারণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্রিস্টসাক্ষ্য দিতে পারে। তিনি সেমিনারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। এরপর অংশগ্রহণকারী সকলের মঙ্গল কামনায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন যুবসমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। তিনি উপদেশে বলেন, নামের খ্রিস্টান হওয়া খুবই সহজ। তারাই প্রকৃত খ্রিস্টান যারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও কর্মে খ্রিস্টবিশ্বাসকে প্রচার করে ও সাক্ষ্য দেয়। যুবাগণ খ্রিস্টকে জেনে খ্রিস্টসমাজে প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত সত্য ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে খ্রিস্টের তৎপর হবে আর সেটাই হবে যুবাদের জন্য খ্রিস্টশিক্ষা ও খ্রিস্ট সাক্ষ্যদান। যুবাগণ সেই পথে এগিয়ে যাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এরপর মূলসুরের উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। তিনি তার সহভাগিতায় দু'টি অংশের প্রথমটিতে প্রভু যিশু খ্রিস্টের বিষয়ে শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোপাত করেন। তিনি খ্রিস্ট ধর্মে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর প্রকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোপাত করেন। মানব প্রতিমূর্তিতে কিভাবে ঈশ্বর প্রতিমূর্তি বিরাজিত, মানুষের মাঝে ঈশ্বর এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। খ্রিস্ট শিক্ষায় সচেতন ও সক্রিয় থাকতে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও দৈনিক বাইবেল পাঠ এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। খ্রিস্ট সাক্ষ্য বিষয়ে সহভাগিতা করতে গিয়ে তিনি ভিডিও চিত্র প্রদর্শনপূর্বক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। খ্রিস্ট সাক্ষ্যদান হলো খ্রিস্টের আদর্শকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। আর এটা করতে গেলে কখনও কখনও ঝুঁকি নিতে হয়, স্রোতে বিপরীতে যেতে হয়। যুবারা যেন কোন কঠিন বাস্তবতা বা কোন সমস্যা দেখে যেন বিচলতি না হয় বরং প্রতিটি সমস্যা একটা সুযোগ হিসাবে নিয়ে যেন সমাধান করে। সমস্যাটা আসলে হ'লো কোন নির্দিষ্ট

লক্ষ্য অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে না থাকা। সেগুলো সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ে আসাই হলো সমাধান করা। এরপর সকলের অংশগ্রহণে মুলালোচনায় সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত যুব কমিশনকে এই সেমিনার আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। কমিশনের সেক্রেটারী সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ উক্ত সেমিনার যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উক্ত সেমিনারে ৩জন যাজক, ৪জন সিস্টার, ও ৩জন এনিমেটর, ১২২ যুবক-যুবতী সর্বমোট ১৩২ অংশগ্রহণ করেন।

৩ জুন বানিয়ারচর ও ৫ জুন সুনীল গমেজ হত্যাকাণ্ড দিবস

স্বপন রোজারিও : ৩ জুন বানিয়ারচর হত্যাকাণ্ডের ২০তম বার্ষিকী পালন করা হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর থানাধীন বানিয়ারচর ক্যাথলিক চার্চে সকাল বেলায় রবিবাসরীয় প্রার্থনা চলাকালে জঙ্গীগোষ্ঠির বোমা হামলায় ১০ জন নিরীহ-নিষ্পাপ যুবক প্রাণ হারিয়েছিল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ২০ বৎসর পূর্ণ হলেও এখনো পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড মামলার চার্চশীট দাখিল করা হয়নি- সুতরাং বিচার এখনো সুদূরপরাহত। গত ২০ বৎসরে কমপক্ষে ১৭ বার ইনভেস্টিগেশন অফিসার (আইও) পরিবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রতি বছরই বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন-সহ অন্যান্য সংগঠন এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করে আসছিল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্ণকোহরে তা পৌছায়নি যা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। অপর দিকে গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ০৫ জুন নাটোর জেলার বরাইগ্রাম থানাধীন বনপাড়ায় জঙ্গিরা নিরীহ মুদি দোকানদার সুনীল গমেজকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। এই হত্যাকাণ্ডেরও এখনো সুষ্ঠু বিচার হয়নি।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও এবং মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া এতদিনেও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ, অসন্তোষ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়েছেন।

এই দুটি হত্যাকাণ্ডের স্মরণে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশ ০৫ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সন্ধ্যা ৬ টায় অনলাইনে (জুম অ্যাপে) এক স্মরণ ও প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিল। এই স্মরণ ও প্রার্থনা সভায় সকলকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। লিংক পরবর্তীতে জানানো হবে।

আলোচিত সংবাদ

করোনা শনাক্ত ও হার দুটোই বাড়ছে

দৈনিক করোনাভাইরাস সংক্রমিত রোগী শনাক্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হারও বাড়ছে। গত কয়েক দিন ধরে আবার করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। গত ২ জুন দেশে ১৯৮৮ জনের করোনা সংক্রমণ শনাক্তের কথা জানানো হয়, যা ছিল এক মাসের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ শনাক্ত। এর আগে গত ৩০ এপ্রিল ২১৭৭ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ার কথা জানানো হয়েছিল।

দেশে এ পর্যন্ত মোট করোনাভাইরাস শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ১২ হাজার ৯৬০জন। মোট মৃত্যু হয়েছে ১২ হাজার ৮৬৯ জনের। আর সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৫৩ হাজার ২৪০জন।

গত বছর মার্চে বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর ধাপে ধাপে দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা, শনাক্তের হার এবং এতে মৃত্যু বাড়ে। গত বছর অগাস্টে শনাক্তের হার ৩০ শতাংশের উপরে উঠেছিল। এরপর শনাক্তের হার ধীরে-ধীরে কমে গত ৮ ফেব্রুয়ারি নেমেছিল ২ দশমিক ৩ শতাংশে। তবে এ বছর মার্চের মাঝামাঝিতে আবার করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকে। দৈনিক শনাক্তের হার ৭ এপ্রিল পৌঁছে যায় ২৩ দশমিক ৫৭ শতাংশে। সেই সঙ্গে দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা এবং মৃত্যু বাড়ে। গত ১৯ এপ্রিল আগের ২৪ ঘণ্টায় ১১২ জনের মৃত্যুর তথ্য জানানো হয়, যা দেশে একদিনে করোনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা। এপ্রিলের শুরুর দিকে দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা সাত হাজারের ঘরে পৌঁছে যায়।

ঈদুল ফিতর ঘিরে মে মাসের মাঝামাঝিতে শহর থেকে লাখ লাখ মানুষের গ্রামে ফেরা এবং গ্রাম থেকে আবার শহরে আসা, মার্কেটে মার্কেটে জনসমাগম করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির শঙ্কা তৈরি করে। এরমধ্যে ভারতের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলায় করোনার অতি সংক্রামক ধরন ছড়িয়ে পড়ে।

দেরিতে হলেও এ বছর এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা হবে

করোনার কারণে নির্ধারিত সময় থেকে আরো দু-তিন মাস পিছিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোডের্র চেয়ারম্যান অধ্যাপক নেহাল আহমেদ।

আগামী জুন-জুলাইয়ে এসএসসি ও সেপ্টেম্বরে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু সেটি হয়তো আরো দু-এক মাস পিছিয়ে যেতে পারে। তবে পরীক্ষা হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তিনি আরো বলেন, গতবার এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের যেভাবে পাস করানো হয়েছে, তাকে অটোপাস বলা যায় না। কারণ তাদের পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি ছিল। এবারের এসএসসি কিংবা এইচএসসির বিষয়টি ভিন্ন। তারা ক্লাসে যেতে পারেনি। এ জন্য সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে হলেও এবার পরীক্ষায় বসতেই হবে শিক্ষার্থীদের।

এদিকে আগামী ২৩ মে স্কুল-কলেজ খোলার কথা থাকলেও করোনা সংক্রমণের কারণে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর ১৭ মে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক হল খুলে ২৪ মে থেকে ক্লাস করার কথা ছিল। তবে বিরূপ পরিস্থিতিতে সবই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দাম নির্ধারণ

সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন *(বিটিআরসি)*। ৬ জুন রবিবার নতুন এই দাম নির্ধারণ করা হয়।

নতুন দাম অনুযায়ী, ৫ এমবিপিএস *(মেগাবাইট পার সেকেন্ড)* ৫০০ টাকা, ১০ এমবিপিএস ৮০০ টাকা ও ২০ এমবিপিএস ১২০০ টাকা।

বিটিআরসির এই কর্মসূচির নাম দিয়েছে 'এক দেশ, এক রেট'। এই কর্মসূটির আওতায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য তিনটি প্যাকেজ থাকছে। এখন থেকে গ্রাম, শহর বা রাজধানী সব জায়গায় একই মূল্যে ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় মেয়াদে জাতিসংঘের মহাসচিব হচ্ছেন গুতেরেস

আন্তোনিও গুতেরেসকে দ্বিতীয় মেয়াদে জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত করতে সুপারিশ করেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। গত ৮ জুন মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গুতেরেসকে আরেক মেয়াদে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করার পক্ষে প্রস্তাব পাস হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যের কাছে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য গুতেরেসকে মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৭২ বছর বয়সী আন্তোনিও গুতেরেস ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বান কি মুনের পর জাতিসংঘের মহাসচিব পদে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এ ছাড়া ২০০৫ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গুতেরেস।

রয়টার্সের তথ্যমতে, অনেকেই এবার গুতেরেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুধু পর্তুগাল ছাড়া সদস্য দেশগুলোর কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে কারও নাম প্রস্তাব না করায় কেউ প্রার্থী হতে পারেননি। এক বিবৃতিতে আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, 'আমার ওপর আস্থা রাখায় নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সাধারণ পরিষদ দ্বিতীয় মেয়াদে আমার ওপর আস্থা রাখলে আমি বিনীত হব।'

উৎস : *প্রথম আলো, ইত্তেফাক ও কালেরকণ্ঠ*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থা রাইজ আপ প্রকল্পটি তার কর্ম এলাকায় যুব নারীদের নেতৃত্ব প্রশিক্ষন, বিভিন্ন কার্যক্রম, পর্যবেক্ষন, মূল্যায়ন এবং শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাইজ আপ-লীড দ্বারা বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া রাইজ আপ-লীড যুব নারীদের জন্য নেটওয়ার্কিং এবং অ্যাডভোকেসী করাসহ প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে। উক্ত রাইজ আপ কর্মসূচীটি ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশের কর্ম এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য আগ্রহী ও যোগত্যা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ তার কর্মএলাকায় ওর্য়াল্ড ওয়াইডাব্লিউসিএ-র সহযোগীতায় তিন বছর মেয়াদী রাইজ আপ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

পদে নাম: রাইজ আপ - লীড

দায়িত্ব এবং কাজসমূহ:

১. যুব নারীদের নেতৃত্ব বিকাশ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহে সহায়তা করা;
২. যুব নারীদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা;
৩. প্রকল্পের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহের পরিবীক্ষন, মূল্যায়ন এবং শিক্ষনে নেতৃত্ত প্রদান করা;
৪. দাতা সংস্থা, স্টেকহোল্ডার, ওয়াইডাব্লিউসিএ-এর শাখাসমূহের সাথে নিয়মিত ও কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করা;
৫. যুব নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা;
৬. দাতা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রস্তুত করা;

পদ সংখ্যা : দুই (২) জন নারী।

বয়স: ১৮ থেকে ২৭ বছর।

কর্মস্থল : ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, ঢাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে যে কোন বিষয়ে স্নাতক হতে হবে

প্রয়োজনীয় দক্ষতা:

১. যুব নেতৃত্বের উপর পরিষ্কার ধারনা;
২. প্রশিক্ষণ প্রদানের দক্ষতা ও সহায়তা করা;
৩. স্ব-উদ্যোগে কাজ করার মানসিকতা;
৪. দলগত কাজ করার মানসিকতা এবং যোগাযোগ করার দক্ষতা;
৫. রিপোর্ট প্রস্তুত করা দক্ষতা এবং এম এস অফিস পরিচালনায় দক্ষতা;
৬. নিয়মিত শাখা অফিসসমূহ পরিদর্শনের মানসিকতা;
৭. ইংরেজী লেখা ও বলা পারদর্শিতা;

কাজের ধরন : চুক্তিভিত্তিক।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি: প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী:

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
২. সম্পূর্ন আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদি আগামী **২০ জুন, ২০২১** তারিখের মধ্যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ, ৩/২৩, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) অথবা **susmita.hr.ywca@gmail.com** এই ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে।
৩. কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

বিজ্ঞ - ১৫৯/২১

ফটো অ্যালবাম

শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

২২ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি

চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রালের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার প্রতীক্ষায়

চট্টগ্রামের নবঅধিষ্ঠিত আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এর মাঝে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি

অনুজ্ঞাপত্র প্রদর্শন করছেন ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স

অধিষ্ঠান খ্রিস্টযাগে নাচের দল

চট্টগ্রামের আর্চবিশপের আসনে অধিষ্ঠানের পর

বিশ্বাসমন্ত্র পাঠ করছেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি

আর্চবিশপ হিসেবে ক্যাথিড্রালে প্রথম খ্রিস্টযাগ অর্পণ

অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকজন খ্রিস্টভক্তগণ

করোনার বিধিনিষেধে জনগণের অনুপস্থিতিতে অধিষ্ঠান

আর্চবিশপ হিসেবে ক্যাথিড্রালে খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ

আর্চবিশপকে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিচ্ছে একটি শিশু

অধিষ্ঠান স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত –

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরু, ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম

অধিষ্ঠান খ্রিস্টযাগে উপস্থিত সকল যাজকগণের সাথে বিশপগণ

পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর অন্যান্য বিশপদের সাথে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 20

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২১

❖ 13 - 19 June, 2021, ৩০ জ্যৈষ্ঠ - ৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

Regd. No. DA-33

BOOK POST

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Govt. Reg. No. 23/English

(Play Group to O' Level)

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

Admission going on
2021-2022

Main Campus (Play-O' Level)
Savar Campus: (Play-Std: VI)
Session: July 2021- June 2022

Online Class Running

Dhaka Campus
Bangladesh Baptist Church, 78-D/1, Indira Road,
(West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Website: www.wcischool.org, Contact Number: +88 02 9112949, 01989283257

Savar Campus
National YMCA International Building
B-2, Jaleswar, Radio Colony
Bus Stand (সাভার), Savar.
+8801709127850, +8801709091205

Our Facilities:

- Air Conditioned Classrooms.
- Secured with CCTV Camera.
- Wide playground and newly constructed school building.
- Use of modern teaching methodology, Computer, Multimedia, Internet etc.
- Arrangement of indoor and outdoor games.
- Special Care for slow learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

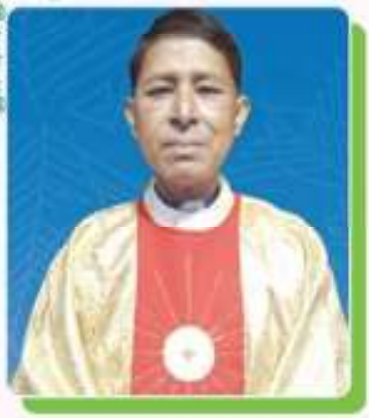

প্রয়াত ফাদার শ্যামল লরেন্স রেগো
জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় রজত জয়ন্তী : ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তোমার জন্ম, তোমার কর্ম ও তোমার মৃত্যু সব কিছুই প্রেমময় ঈশ্বর স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলেছেন আমাদের সবার অন্তরে। যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি হয়ে যাজকত্ব বরণের মধ্য দিয়ে একজন বাণী প্রচারক হিসেবে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছিলে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। যিশুর ও ভক্তদের প্রতি তুমি যে অপরিসীম ভালোবাসার নিদর্শন রেখে গিয়েছ তা আজ আমরা আমাদের পরিবারে তোমার অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার ঐশরাজ্যে চিরকালীন যাত্রায় আজ তিনটি বছর হয়ে গেল। তোমার বিদায় বেলায় তোমার কষ্টগাঁথা জীবনের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। তোমার ধৈর্য, তোমার প্রার্থনা, তোমার শক্তি ও সাহসিকতার মনোবল, তোমার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সবার সম্মিলিত প্রার্থনার গুণে তোমার শেষের দিনগুলোতে তোমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যা সত্যিই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু যিশু যেন স্বর্গরাজ্যেও তাঁর দ্রাক্ষক্ষেত্রে তোমায় স্থান দেন। আমাদের জন্যেও ঈশ্বরের প্রেমাশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন বাকি জীবন পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করে যেতে পারি।

তোমারই স্মরণে আজ শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার অন্তরে প্রভু যিশুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং মণ্ডলীর প্রতি জানাই পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিবারবর্গ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, পো:অ: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org